আইডিএফ পরিক্রমা

বর্ষ-২৪, সংখ্যা-২ ইস্যু-৪৭, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২

সুচিপত্র

১	জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন	১-৩
২	গভর্নিং বডির সভা	৩
৩	তরুণদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ সম্মেলন-২০২২"	৪-৫
৪	স্বল্প পুঁজির শক্তি	
	বিউটি আক্তার এর সফলতার কাহিনী	৫-৬
৫	প্রবন্ধ	
	কর্মসংস্থান সমস্যা	৬-৮
৬	কবিতা	
	প্রিয় আইডিএফ	৮
৭	সংবাদ	৮-২২
	৭.১ কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	৮-১১
	৭.২ স্বাস্থ্য	১১
	৭.৩ হালদা	১২-১৫
	৭.৪ সমৃদ্ধি	১৫-১৬
	৭.৫ প্রবীণ	১৭-১৮
	৭.৬ শৈবাল	১৯
	৭.৭ সেমিনার ও পরিদর্শন	২০-২১
	৭.৮ অন্যান্য সংবাদ	২২
৮	শোক বার্তা	২৩
৯	এক নজরে আইডিএফ এর কিছু কার্যক্রম	২৪

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা : এ. কে. ফজলুল বারি

সম্পাদক : জহিরুল আলম

সদস্য : মৌসুমী চাকমা
শামীম উদ দোহা
মোঃ খালেদ হোসেন

"দুর্গম পাহাড়ী জনপদে ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনের সংগ্রামে আমরা অবিচল"

১. জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালের ১৭ ই মার্চ এক ব্যতিক্রমী শিশুর জন্ম হয়। এই শিশুই পরবর্তীতে বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানি শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের নাগপাশ থেকে মুক্তির সংগ্রামে জাতির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনিই বাংলাদেশের মহাপুরুষ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগষ্ট স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের নিজ বাসায় সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সেনাসদস্যের হাতে স্বপরিবারে নিহত হন। এছাড়াও তাদের আত্নীয়স্বজনসহ নিহত হন আরো ১৬ জন। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে জাতীয় শোক দিবস পালন শুরু। প্রতিবছর ১৫ আগষ্ট জাতীয় ও রাষ্ট্রীয়ভাবে এ দিবসটি শোকের সাথে পালন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় আইডিএফ মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সংস্থার সকল শাখা, এরিয়া ও যোনাল অফিসে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম এ সংখ্যায় তুলে ধরা হল।

ক) শোক দিবসে স্বাস্থ্য ক্যাম্প

ক. ১ বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিগত ২৬/৮/২০২২ ইং তারিখ আইডিএফ বড়াইগ্রাম শাখার আয়োজনে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পে চিকিৎসা প্রদান করেন রাজশাহী লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের ডাঃ মোঃ আক্তারুল আলম ও মাসুদ পারভেজ। ক্যাম্পে ২০৭ জনকে চোখের বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান ও ৩৬ জনকে অপারেশনের পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়াও চক্ষু ক্যাম্পের পাশাপাশি ৬৫ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা, ১৩ জনকে ডায়াবেটিকস পরীক্ষা ও ২৩ জনের ব্লাডগ্রুপ পরীক্ষা করেন বিভিন্ন শাখার প্যারামেডিক তরুণ কুমার, রবিউল ইসলাম, রুবেল হোসেন, আজিজুল হক এবং মাহফুজুর রহমান।

আইডিএফ বড়াইগ্রাম শাখার শাখা ব্যবস্থাপক ও প্যারামেডিক্স ডাক্তার মোঃ রুহুল আমিনের পরিচালনায় চক্ষু ক্যাম্প আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা ও বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন আইডিএফ রাজশাহী যোনের সম্মানিত যোনাল ম্যানেজার জনাব বিজন কুমার সরকার ও নাটোর এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার মোঃ শফীকুল ইসলাম। এছাড়াও উক্ত চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ইব্রাহিম, সাবেক প্রিন্সিপাল, রোজি মোজাম্মেল অনার্স কলেজ, বড়াইগ্রাম পৌরসভার মেয়র মহোদয়ের প্রতিনিধি ও মহিলা কাউন্সিলর, বিভিন্ন শাখার প্যারামেডিক্স ডাক্তার ও শাখার সহকর্মীবৃন্দ।

ক.২ বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ব্লাড গ্রুপ ক্যাম্প:

বিগত ২৮/০৮/২২ ইং তারিখ রোজ রবিবার জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী কর্মসূচির আওতায় আইডিএফ স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র-০১ এর উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ব্লাড গ্রুপ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন ০৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব এসরারুল হক এসরাল। এ ছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর হেলথ কো-অর্ডিনেটর ডাঃ মুক্তা খানম, আইডিএফ আঞ্চলিক কার্যালয় এর প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবু নাসের সিদ্দিক কিরণ, মেডিকেল অফিসার, প্যারামেডিকসহ সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ। উক্ত ক্যাম্পে ১৩৩ জন ব্যক্তিকে চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ এবং ৯৮ জন ব্যক্তির ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় করা হয়।

এছাড়াও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে সংস্থার বিভিন্ন শাখায় মাসব্যাপী ফ্রী প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়।

খ) চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা

১৫ই আগষ্ট উপলক্ষ্যে আইডিএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রতিটি ইউনিটে (ওয়াগ্গা, সুয়ালক, সাতকানিয়া ও কদলপুর) সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও ডায়াবেটিস নির্ণয় ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এতে সর্বমোট ৪৬০ জন স্থানীয় মানুষ চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে। এছাড়াও কদলপুর ও সাতকানিয়া এ দুই ইউনিটে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, এতে ৫৭৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর পাশাপাশি বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষকগণ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে একটি দেয়ালিকা প্রকাশ করে। ওয়াগ্গা সমৃদ্ধি অফিসে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, ৪৫ জন যুব সদস্য এতে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, স্থানীয় জনগণ এতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করে।

গ) শোক দিবসে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭ তম শাহদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী আইডিএফ-পিকেএসএফ কৈশোর কর্মসূচির আওতায় সাতকানিয়া, বোয়ালখালী, রাঙ্গামাটি সদর ও বান্দরবান সদর উপজেলার উদ্যোগে ৪ উপজেলায় আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, কুইজ ও বারেয়ারী বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সকল উপজেলার ১৫টি ক্লাবের ১২৭ জন কিশোর কিশোরীগণ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া কিশোর কিশোরীদের অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল বঙ্গবন্ধুর আদর্শ শুধু মাত্র অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকলে হবেনা কিশোর কিশোরীদের অন্তরে ধারণ করতে হবে তাহলেই দেশ ও জাতি আদর্শিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা। সবশেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখায় ১৫ই আগস্ট দিনের শুরুতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং জাতীয় শোক দিবসের ব্যানার টাঙানো হয় এবং সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানসহ সংস্থার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক আগস্ট মাস ব্যাপী কালো ব্যাজ ধারণ করেন। এছাড়াও সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে জুম প্ল্যাটফর্মে শোক দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার উপ নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ), সকল যোনাল ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার, শাখা ব্যবস্থাপক এবং প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক অফিসের কর্মকর্তা/ কর্মকর্মচারীসহ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

ঘ) শোক দিবসে বৃক্ষ রোপণ

১৫ই আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এর পক্ষ থেকে সংস্থার সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে ফলদ ও বনজ চারা বিতরণ ও রোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। সংস্থার বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাজশাহী যোনের ১৫০ জন সদস্যদের মধ্যে ৪৫০টি বৃক্ষ বিতরণ করা হয় এবং সেগুলো যথাযথভাবে রোপণ ও পরিচর্যার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এসময় সংশ্লিষ্ট যোনের যোনাল ম্যানেজারগণসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

২. গভর্নিং বডির সভা

বিগত জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২ সময়ে আইডিএফ গভর্নিং বডির ৩টি সভা যথাক্রমে বিগত ১৭ অক্টোবর, ১৯ নভেম্বর ও ১২ ডিসেম্বর তারিখে আইডিএফ এর প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার সভাপতি প্রফেসর ড. মাহমুদুল আলম সভাসমূহে সভাপতিত্ব করেন। সভায় অংশগ্রহণ করেন সংস্থার সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ ড. রেজাউল কবির, নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম, কোষাধ্যক্ষ জনাব জওহর লাল দাশ, অধ্যক্ষ আফরোজা খানম এবং জনাব ফারজানা রহমান। এছাড়াও পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ পরিষদ সদস্য জনাব এ. কে. ফজলুল বারি, জনাব হোসনে আরা বেগম, অধ্যাপক শহীদুল আমিন চৌধুরী, জনাব মং থেন হেন ও জনাব বিভা চাকমা।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের পর নির্বাহী পরিচালক মহোদয় বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় পিকেএসএফ হতে ঋণ ও অনুদান গ্রহণের অনুমোদন, বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের অনুমোদন, আইডিএফ কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জেনারেটর ও সাব-স্টেশন স্থাপনের অনুমোদন, আইডিএফ রাঙ্গামাটিতে অফিস ভবন নির্মাণের বাজেট অনুমোদন, সিডিএফ-এর সাধারণ পরিষদ ও গভর্নিং বডিতে মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের অন্তর্ভূক্তিতে সংস্থার গভর্নিং বডির অনাপত্তি অনুমোদন এবং "Improvement of Knowledge on Health Care for Forcibly Displaced Myanmar Nationals (FDMN) in Cox's Bazar, Bangladesh" শীর্ষক ৬ (ছয়) মাস মেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য HBB (Humanity Beyond Barriers, Inc.), USA হতে অনুদান গ্রহণ ও সংস্থার নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করার অনুমোদন করা হয়। এছাড়াও বিগত ২৭/০৯/২০২২ইং তারিখে সংস্থার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য জনাব মাহফুজুর রহমান অসুস্থতাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। সংস্থার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা সদস্যর মৃত্যুতে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে একটি শোক প্রস্তাব পাশ করা হয়।

৩. তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধকরণ সম্মেলন-২০২২

- মহিউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
কো-অর্ডিনেটর, আইডিএফ।

আগামী প্রজন্মকে মূল্যবোধ, নৈতিকতা, পরার্থপরতা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এর সহযোগিতায় এবং কিউকে আহমদ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ৪ আগস্ট ২০২২, রোজ বৃহস্পতিবার সাতকানিয়া উপজেলায় পরশমনি কমিউনিটি সেন্টারে ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় "মূল্যবোধ, নৈতিকতা, পরার্থপরতা ও দেশপ্রেমে তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধকরণ সম্মেলন-২০২২"। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইডিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কিউকে আহমদ ফাউন্ডেশনের সভাপতি জনাব ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কিউকে আহমদ ফাউন্ডেশনের সহ-সভাপতি জনাব ড. জসিম উদ্দিন এবং প্রফেসর ড. জাহেদা আহমদ, আইডিএফ সাধারণ পরিষদের সদস্য মিসেস হোসনে আরা বেগম, সাতকানিয়া পৌরসভা মেয়র জনাব মোহাম্মদ জোবায়ের, সহকারী কমিশনার (ভূমি) জনাব মং চিংনু মারমা, সাতকানিয়া প্রেস ক্লাব সভাপতি জনাব সৈয়দ মাহাফুজ-উন নবী খোকন, সাতকানিয়া আইনজীবি সমিতির সাধারণ সম্পাদক, এডভোকেট মেজবাহ উদ্দিন কচি, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আজীম শরীফ এবং প্রথম আলোর সাতকানিয়া প্রতিনিধি মোহাম্মদ মামুন। এছাড়াও উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলন উপলক্ষ্যে উক্ত দিনে সকাল ৯ টায় সাতকানিয়া উপজেলার ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা আসতে শুরু করে এবং সকাল ১০টার মধ্যে পরশমনি কমিউনিটি সেন্টারে জমায়েত হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণের সময় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছিল আনন্দ ও উচ্ছাস। উক্ত সম্মেলনে সাতকানিয়া উপজেলার সর্বমোট ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১২৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে "সকলেই আমরা সকলের তরে", "জীবন গড়ার কল্প" এবং "বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালির জাতির অবিসংবাদিত নেতা" বইসমূহ বিতরণ করা হয় এবং অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতিবেদন, কুইজ, দেয়ালিকা প্রদর্শনী এবং বারোয়ারি বির্তক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

''একটি সুন্দর সুস্থ সমাজ কেমন হতে পারে" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেয়ালিকা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, যেখানে উপজেলার ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেয়ালিকা প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ উক্ত দেয়ালিকা প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। এসময় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি সম্মানিত অতিথিদের সামনে দেয়ালিকার বিষয়বস্তু নিয়ে তথ্যগত উপস্থাপনা প্রদান করেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে ভাল কাজের প্রতিবেদনের জন্য ৩জন, কুইজ প্রতিযোগিতার জন্য ৩জন, দেয়ালিকার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে ৩টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। প্রতিযোগিতা শেষে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে গান পরিবেশন করেন তীর্থ বড়ুয়া, হৈমন্তী বড়ুয়া, ফাহমিদা সুলতানা ছানী, সাফা মারওয়া, দিল আফরোজ খানম এবং নৃত্য পরিবেশন করেন অর্পিত ধর, পুষ্পিতা বড়ুয়া।

জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী (কো-অর্ডিনেটর আইডিএফ) এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বাধীনতা পুরস্কার ও একুশে পদকে ভূষিত বরেণ্য অর্থনীতিবিদ, কিউকে ফাউন্ডেশন ও পিকেএসএফ এর চেয়্যারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। সম্মানিত অতিথিবর্গও একে একে তাদের মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। সম্মেলনে বক্তব্যে অতিথিরা সমাজে মূল্যবোধ, নৈতিকতা, পরার্থপরতা ও দেশপ্রেম জাগ্রতকরণে অনুষ্ঠানের বাস্তবায়ন সংগঠন কিউকে আহমেদ ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম তুলে ধরে ফাউন্ডেশনের প্রশংসা করেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে কাজে লাগিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায়

সুশীল সমাজ ও উন্নত জাতি গঠনে কোমলমতি প্রিয় শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। "সুস্থ উন্নত সমৃদ্ধ জাতি গঠনে আগামী দিনের একটা দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠনে ছাত্র-ছাত্রীদের এগিয়ে আসতে হবে"।

বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের মাঝে সামাজিক মুল্যবোধ অবক্ষয় এবং মোবাইল এর প্রতি তরুণ প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের আসক্তির কারণে বিভিন্ন রকম সামাজিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান ও অন্যের জন্য কাজ করার বিষয়টি দিন দিন কমে যাচ্ছে এবং তাদের মধ্যে মূল্যবোধ, নৈতিকতা, পরার্থপরতা ও দেশপ্রেম দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। তাই দেশের তরুণ প্রজন্মকে মূল্যবোধ, নৈতিকতা, পরার্থপরতা ও দেশপ্রেম সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যেই কিউকে আহমদ ফাউন্ডেশন এর সম্মেলন, যাতে এ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে দেশের সকল তরুণ প্রজন্মকে মূল্যবোধ, নৈতিকতা, পরার্থ-পরতা ও দেশপ্রেম বিষয়ে সচেতন করে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা যায়।

বক্তারা বলেন বর্তমানে তরুণরা হয়ে পড়েছে অসামাজিক ও জড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন নীতিবর্জিত কর্মকান্ডে। সমাজ হয়ে পড়েছে দূষিত। স্বার্থপরতা, লোভ-হিংসায় মেতে উঠেছে সমাজ। আমরা এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখি যেখানে থাকবে না কোন হিংসা-লোভ, স্বার্থপরতা, থাকবে শুধু পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সহমর্মিতা, থাকবেনা কোন আত্মকেন্দ্রিকতা, পরশ্রীকাতরতা। থাকবে পরার্থপরতা সৌহার্দ্য মানবিকতা, থাকবে না বর্ণভেদ। প্রত্যেকে প্রত্যেকের আপন হয়ে থাকবে। এর জন্য আমাদের দরকার মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উন্নয়নমূলক জনহিতৈষী কর্মকান্ডে অংশ নেয়া। উন্নয়নের মাধ্যমে গড়তে হবে বঙ্গবন্ধুর "সোনার বাংলাদেশ"। অল্প অল্প করেই সমাজকে করতে পারি সৌন্দর্যমন্ডিত।

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে আইডিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম আগত অতিথিদের ধন্যবান জ্ঞাপন এর মাধ্যমে বলেন, যখন আমি থেকে নিজেকে আমরা, সামষ্টিক অর্থে কল্পনা করতে পারব, তখনই এই সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেবে। সকলকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি উক্ত সম্মেলনটি সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার আহবান করেন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৪. স্বল্প পুঁজির শক্তি

-রেখা আক্তার

সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র পরিবার যারা বিভিন্ন পেশার মাধ্যমে নিজেদের জীবন নির্বাহ করে আসছেন, তাদেরকে স্বল্প পুঁজির সহায়তা দিলে, তারা তাদের মেধা এবং পরিশ্রম দিয়ে সে পেশাকে অধিকতর বিনিয়োগযোগ্য এবং বিস্তৃত করে আয়ের পরিমাণকে বাড়িয়ে দিতে সক্ষম। পরিশ্রমী এ সকল মানুষকে আইডিএফ ক্রমাগতভাবে পুঁজির সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। আর আইডিএফ এর এই পুঁজির সহায়তায় অসংখ্য দরিদ্র মানুষ নিজেদের দারিদ্রতার বেষ্টনী থেকে মুক্ত করে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এমনই একজন সদস্যার সফল উদ্যোগের কথা লিখে পাঠিয়েছেন বহদ্দারহাট শাখার শাখা ব্যবস্থাপক রেখা আক্তার।

বিউটি আক্তার এর সফলতার কাহিনী

চট্টগ্রামের চান্দগাঁও থানার ৪ নং ওয়ার্ডের ফরিদা পাড়া এলাকার বাসিন্দা বিউটি আক্তার। লক্ষ্মীপুরে দরিদ্র পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ৩৩ বছর বয়সী আত্ম প্রত্যয়ী বিউটি আক্তার ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় বিয়ের পর স্বামীর সাথে ১২ বছর আগে চট্টগ্রাম শহরে আসেন। তার স্বামীর নাম মোঃ খোরশেদ এবং তিনি বর্তমানে দুই সন্তানের জননী। নিজের ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ় প্রচেষ্টায় বর্তমানে তিনি স্বাবলম্বী হলেও সংসার জীবনের শুরুর দিকে তার অবস্থা ভালো ছিল না। দারিদ্র্যের কারণে তিনি সমাজে অবহেলিত ছিলেন। এমনকি খেয়ে, না খেয়ে তাকে অনেক কষ্টে দিনাতিপাত করতে হয়েছে। দিনমজুর স্বামীর একার উপার্জনে বিউটি আক্তারের সংসার চালাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হত। সন্তানদের শিক্ষা ও মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারছিলেন না। সন্তানদের অপুষ্টিজনিত রোগের পাশাপাশি নিজেও নানাবিধ রোগে ভুগছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে তাকে সারাজীবন এ দুর্বিষহ কষ্ট ভোগ করতে হবে। সংসারের অভাব দেখে বিউটি আক্তার নিজে কিছু করার চিন্তা করেন। সম্বল বলতে একটিমাত্র ছাগল ছাড়া তার অন্য কোন সম্পদ ছিল না। হাতে কোন পুঁজি না থাকায় তিনি একমাত্র ছাগলটি বিক্রি করে দেন। কিন্তু ছাগল বিক্রির মাত্র ১০ হাজার টাকা দিয়ে তিনি কোন ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করতে পারছিলেন না।

এমতাবস্থায় এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে জানতে পারেন আইডিএফ-এর কথা। আইডিএফ এর সদস্যা জেসমিন বেগম আইডিএফ এর কার্যক্রম ও সুবিধাসমূহ সম্পর্কে বিউটি আক্তারকে জানান। আইডিএফ এর সহজ শর্তে বিনা জামানতে ঋণ প্রদানের কথা স্বামীকে জানান বিউটি আক্তার। এরপর তিনি স্বামীর সাথে পরামর্শ করে আইডিএফ এর বহদ্দারহাট শাখার ১২১/ম কেন্দ্রে গিয়ে সমস্ত নিয়ম-কানুন জেনে সদস্য হিসাবে ২৩/০৯/২০১৭ ইং তারিখে ভর্তি হন। যার ঋণী নং ০০৮-১২১-১৬৪৬৮। প্রথম দফায় তিনি ৩০ হাজার টাকার ঋণ গ্রহণ করেন। বিউটি আক্তার প্রথম দফা ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে একটি মুদি দোকান শুরু করেন। সেখানে তার জমানো ছাগল বিক্রির ১০ হাজার টাকা ও সংস্থা থেকে নেয়া ৩০ হাজার টাকাসহ মোট ৪০ হাজার টাকা মুদি ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। মুদি দোকানে বেচাকেনা ভালো হওয়ায় ক্রমেই তার ব্যবসার পরিধি বাড়তে থাকে এবং মুলধনের চাহিদা বাড়তে থাকায় আইডিএফ থেকে পরবর্তীতে

আরো তিন দফায় ৬০ হাজার টাকা করে ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণসমূহ ও লাভের টাকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করে তিনি ব্যবসার প্রসার ঘটান। ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে তার দোকানের পুঁজি ৫,০০,০০০ টাকায় উন্নীত হয়েছে।

তিনি আইডিএফ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানান, সংস্থার কাছ থেকে গ্রহণ করা ঋণের অর্থ তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। যেমন তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে যেখানে একবেলা খাবারই ঠিকমতো জুটতো না, সেখানে বর্তমানে তার ৫ শতক জমি, ২ টি গরু ও ছাগল, ১০ টি হাঁসমুরগী, ১ ভরি স্বর্ণ ও ১,৫০,০০০ টাকা মূল্যমানের ফার্নিচার রয়েছে। বর্তমানে তার মাসিক আয় প্রায় ৪৫,০০০ টাকা। বিউটি আক্তার নিজে স্বাবলম্বী হবার পাশাপাশি তার মুদি দোকানে আরো ১ জন কর্মচারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

দারিদ্র্যের কারণে বিউটি আক্তার দশম শ্রেণীর বেশি পড়াশোনা করতে না পারলেও সন্তানদের ভালো স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। নিজের অপূর্ণ ইচ্ছা থেকে তিনি ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। তার বড় ছেলে ৭ ম শ্রেণীতে ও ছোট ছেলে ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ছে। তিনি আরও জানান, আইডিএফ এ সদস্য হবার পর তাদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তার স্বামীকে বর্তমানে এলাকার মান্য ব্যক্তি হিসেবে সকলে সমীহ করেন এবং এলাকার যেকোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রণয়নে তার স্বামীর অংশগ্রহণ আছে বলে তিনি জানান। সর্বোপরি তিনি আইডিএফ এর প্রতি তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এলাকায় দারিদ্র্যকে পরাজিত করে সফলতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখন আইডিএফ এর সদস্যা বিউটি আক্তার।

৫. প্রবন্ধ : কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)

- মোঃ সেলিম উদ্দীন
পরিচালক, ক্ষুদ্রঋণ, আইডিএফ।

ক. ভূমিকা : বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের সমস্যা অনেক বড় সমস্যা বলেই সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু আমি দেখি অনেক শিক্ষিত বেকার যুবক ঘুরে বেড়ায়। অথচ এনজিওতে চাকরি পেলেও এক বা দু'মাস পরে চাকরি ছেড়ে চলে যায়। অনেকে যোগদানের পরের দিনই না বলে চলে যায়। সে বিবেচনায় আমার কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় আসলে সমস্যা কী কর্মসংস্থানের না কর্মকে কর্ম হিসেবে মেনে না নেওয়ার মানসিকতার?

খ. কাজের ক্ষেত্রসমূহ : এ দেশে এনজিওগুলো প্রধানত স্বাস্থ্যসচেনতা, শিক্ষা, স্যানিটেশন, নারী, মানবাধিকার, শিশু প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কাজ করে। দেশের সার্বিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি মানবসম্পদের উন্নয়নের জন্য সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং অনেক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে এর ব্যাপ্তি বেড়েছে অনেক। এ দেশে এনজিওগুলো প্রধানত প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্যসচেতনতা, শিক্ষা, মৌলিক অধিকার, স্যানিটেশন, আর্সেনিক, এইচআইভি/এইডস, নারী, মানবাধিকার, শিশু, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী, ক্ষুদ্রঋণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কাজ করে। সেক্ষেত্রে মূলত কয়েকটি নির্ধারিত পদ বাদে অন্য ক্ষেত্রগুলোয় চাকরি পাওয়ার জন্য পড়াশোনার বিষয় নিয়ে বাঁধাধরা কোন নিয়ম নেই। এনজিওগুলোয় বিষয়ভিত্তিক কয়েকটি ভাগ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গবেষণা, উন্নয়ন, প্রকল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিভাগ, মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, হিসাবরক্ষণ বিভাগ প্রভৃতি। একেক বিষয়ে কাজ করার যোগ্যতা আলাদা। মাঠপর্যায়ের কাজের ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ, নৃবিজ্ঞান, লোক-প্রশাসন, অর্থনীতি, উন্নয়ন অধ্যয়ন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ডিগ্রিধারীরা বেশি প্রাধান্য পান। এনজিওর নিজস্ব হিসাব বিভাগ ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের জন্য বাণিজ্য অনুষদের শিক্ষার্থীরা অগ্রাধিকার পান। প্রশাসন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় বিবিএ ও এমবিএ ডিগ্রিধারীদের চাহিদা বেশি। এ ছাড়া বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে চিকিৎসক ও প্রকৌশলীদেরও কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

গ. এ পেশার সৃজনশীলতা : সৃজনশীলতা মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর অন্যতম যা মানুষকে নিজে থেকে কিছু করতে, তৈরী করতে বা আবিষ্কার করতে সাহায্য করে। যেকোন এনজিওতে কর্মরত একজন কর্মীকে মানুষের কল্যাণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে হয়। তাই নিজের ইচ্ছা আর সেবার মানসিকতা থাকাটা এ পেশার জন্য খুবই জরুরি। এছাড়া প্রয়োজনে প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে কাজ করার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি মানুষের সঙ্গে সহজে মিশতে পারা, অন্যকে বোঝানোর ক্ষমতা, ধৈর্যশীল হওয়া, উপস্থিত বুদ্ধি, উন্নয়ন কাজে অভিজ্ঞতা, সৃজনশীলতা, নিষ্ঠা, ভাষাগত দক্ষতা, প্রযুক্তিগত ধারণা, দায়িত্বশীল ও পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে এমন গুণাবলি বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে এনজিও পেশাতে। এনজিওতে কাজের ধরণ অন্যান্য সেক্টরগুলো থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এ পেশায় আসার আগে আপনাকে মানসিকভাবে ঠিক করে নিতে হবে যে, আদৌ এ পেশাটি আপনার জন্য উপযুক্ত কিনা। এখানে প্রতিটি কর্মীকে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তাই এনজিওতে আপনি কেন কাজ করবেন তা নির্ভর করে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছা আপনার কতটুকু তার উপর। এছাড়াও নিজের ক্যারিয়ার গড়ার সহায়ক উপাদান হিসেবে এনজিওতে কর্মরত অবস্থায় আপনি বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকবেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের সুযোগ থেকে আপনি সেসকল অঞ্চলের মানুষ এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন একেবারে কাছ থেকে। সর্বোপরি দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নমূলক কাজে সরাসরি নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবেন।

ঘ. এ পেশার বৈচিত্র্যতা : অন্যান্য সেক্টরগুলোর তুলনায় এনজিওতে চাকরির পরিবর্তন খুব ঘন ঘন করার সুযোগ থাকে। সাধারণত এই ধরণের পরিবর্তন এন্ট্রি লেভেল থেকে মিড লেভেল পর্যন্ত হয়। তবে উঁচু পজিশনে এটি খুব একটা দেখা যায় না। 'প্রজেক্ট ভিত্তিক কাজ' হওয়ার কারণে মিড লেভেল এবং এন্ট্রি লেভেলে চাকরি পরিবর্তনের হারটি তুলনামূলক বেশি। তবে এই ধরণের পরিবর্তন একজন কর্মীকে নানা অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিয়ে থাকে যা পরবর্তীতে তার ক্যারিয়ার গড়তে সাহায্য করে। এইচআর/এডমিন/অ্যাকাউন্টস ইত্যাদি পদে কর্মরতদেরও কাজের ক্ষেত্র যেহেতু অন্যান্য সেক্টরগুলোর মতোই, তাই এই পদে থাকা কর্মীরা খুব সহজেই প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করে অন্য কোথাও চাকরি নিতে পারেন। যারা এনজিওর কোন

প্রজেক্টে কাজ করেছেন, তারাও ভবিষ্যতে অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ নিতে পারেন। এনজিওতে দেশের বিভিন্ন স্থানে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি দেশের বাইরে কাজ করার বা প্রশিক্ষণ অর্জন করার অভিজ্ঞতা নেওয়া যায়। এখানে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনের সুযোগ অন্য যেকোন সেক্টরের চেয়ে বেশি। আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোতে ম্যানেজারদের বিভিন্ন পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিদেশে যেতে হয়। এছাড়া তারা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রজেক্টের জন্য দক্ষ কর্মী আদান প্রদান করে থাকেন।

এনজিওতে নারীদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা রয়েছে। এই সেক্টরটিকে বলা হয়ে থাকে ' Women Friendly'। এখানে নারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। কোন কোন এনজিওতে যাতায়াত ভাড়া পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের বেশি দেওয়া হয়। এছাড়া তাদের নিরাপত্তার দিকেও যথেষ্ট খেয়াল রাখা হয়। এনজিওতে মৌলিক বেতনের পাশাপাশি বাড়ি ভাড়া, যাতায়াত ভাতা, উৎসব ভাতা, মাতৃত্বকালীন/পিতৃত্বকালীন ছুটি ইত্যাদি দেওয়া হয়। এছাড়া Hardship Allowanceও প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো যেহেতু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করে, সেহেতু তারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপত্তার বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখে।

ঙ. এনজিও পেশার চ্যালেঞ্জসমূহ : এনজিওতে কাজ খুবই প্রাণবন্ত এবং বহুমাত্রিক, তবে পেশার ঝুঁকি চ্যালেঞ্জসমূহও বহুবিধ যা আপনাকে যেকোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেওয়ার পূর্বে এই সেক্টরে প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেসব বিষয়ে খোঁজ নিতে হবে সেগুলো হল :

- এনজিওটির সামাজিক পরিচিতি কতটুকু তা পরিলক্ষণ করুন।
- এই সেক্টরে কারও সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এনজিওটি সম্পর্কে জানুন।
- এনজিওটি রেজিস্টার্ড কি-না তা যাচাই করুন।
- ওয়েবসাইট যাচাই করুন।
- এনজিওটি কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর কাজ করে তা জেনে নিন।
- কোন দুর্গম এলাকায় কাজ করে কিনা জেনে নিন।
- প্রজেক্ট ভিত্তিক কাজ হলে প্রজেক্ট হঠাৎ শেষ হলে আপনার চাকরি থাকবে কিনা জেনে নিন।
- ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি থাকলে কর্মসূচির সার্বিক অবস্থা, বকেয়া পরিস্থিতি এবং আপনি কোন পজিশনে যোগদান করছেন, তার কাজ কি কি এবং কোথায় কাজ করতে হবে ইত্যাদি ভালোভাবে জেনে নিন।
- কাজে ফাঁকি দিয়ে এ পেশায় ভাল করার সুযোগ নেই।
- নির্ধারিত অফিস সময়ের পর আপনি বাড়ি যেতে পারবেন কিনা তা নির্ভর করবে আপনার কাজ শেষ হয়েছে কিনাতার উপর।
- অফিসের প্রয়োজনে আপনাকে বিভিন্ন উৎসবের ছুটি ভোগ করার সুযোগ নাও হতে পারে।

এখানে চাকরি দেওয়ার আগে আপনার মানসিক অবস্থা বুঝতে ভাইভা বোর্ড পরীক্ষা করতে পারে। অবশ্য এটাও সত্যি, এই পেশায় আসতে হলে আপনাকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাওয়ার কথা ভাবতে হবে। পদ ও চাহিদানুযায়ী আপনি মাঠপর্যায়ে জব করবেন নাকি অফিসিয়াল ওয়ার্ক করবেন, সেটা নিশ্চিত হওয়া যাবে। সুতরাং কাজের ক্ষেত্র অনুযায়ী সুদরপ্রসারী চিন্তা অবশ্যই করতে হবে। যেমন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যেমন আপনার কাজের ক্ষেত্র হতে পারে তেমনি দেশের বাইরে বিদেশেও আপনার জব স্টেশন হতে পারে। আর এই ক্ষেত্রে সুখবর হল, বিদেশে এনজিওতে জব হলে অবশ্যই আপনাকে বিদেশে পাঠানো হবে এবং আপনার স্যালারি হবে আন্তর্জাতিক মানের অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল পলিসি অনুযায়ী বেতন-কাঠামো আপনার জন্য নির্ধারিত হবে।

চ. এ পেশার আত্মতৃপ্তি : এনজিও চাকরির বড় সুযোগ এবং সুবিধা হল কাজের ফাঁকে, এমনকি জব করার ফাঁকেও আপনি আর্তসেবা, মানবসেবা, প্রকৃতি সেবাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তাই যাদের নেশা মানবসেবা, আর্তসেবা, তারা নির্দ্বিধায় এই আকর্ষণীয় পেশাতে আসতে পারেন শুধু মানুষের সঙ্গে মেশার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তাই প্রতিনিয়ত নিত্য-নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করুন। আর এ যোগ্যতাই আপনাকে নিয়ে যাবে আত্মতৃপ্তির এক মহান জগতে। কারণ সভ্যতা এগিয়ে আসার পিছনে মূল শক্তি হল দরিদ্র মানুষের পবিত্র পরিশ্রমের হাত। এই সত্যকে ধারণ করেই এনজিও পেশায় এগিয়ে যেতে হবে। এনজিও পেশা অনেক পরিশ্রমের। এ পেশাকে যারা ভালোবাসতে পারবেন না, তাদের এখানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলেও পেশাদারিত্ব গড়ে উঠবে না। তাই এ কাজ আপনার ভাল লাগবে কিনা তা নির্ভর করবে আপনার পেশাদারিত্বের উপর। কাজের প্রতি ভালোবাসা ছাড়া পেশাদারিত্ব গড়ে ওঠে না। তাই এনজিও কাজের প্রতি ভালবাসার মনোভাব নিয়ে কর্মে যোগদান করুন, দেখবেন আপনার কর্মসংস্থানও হবে, আপনার জীবনের অনিশ্চয়তাও দূর হবে। হ্যাঁ, এখানে মিরাক্যাল কোন ঘটনা নেই, যা আপনাকে রাতারাতি ক্যাসিনো মালিকের মত অঢেল সম্পত্তির মালিক করে দেবে, তবে আপনি সৃজনশীল মানুষ হলে, কাজকে ভালবাসলে, কঠোর পরিশ্রমী হলে সততার সাথে ভালো থাকবেন। আর মানুষ হিসাবে আমরা জীবনের শেষপ্রান্তে যখন আসি, তখন সারা জীবনের ভালমন্দ কাজের প্রতিচ্ছবি আমাদের অর্ন্তদৃষ্টিতে বা হৃদয়পটে ভেসে ওঠে, তখন আমরা মন্দ কাজের জন্য অনুশোচনা করি, অনুতপ্ত হই। হাতে সময় না থাকায় নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ থাকে না, থাকে না শারীরিক সক্ষমতা। কিন্তু আপনি এনজিওতে চাকরি করার পাশাপাশি সারা জীবন ভাল কাজ করার সুযোগ পাবেন। এজন্য বৃদ্ধকালটা আপনার আত্মতৃপ্তিতে ভরপুর থাকবে, থাকবে স্বস্তিভরা মন। তাই আপনি হবেন আত্মতৃপ্তির অপার মহিমায় অনন্ত পরজগতের পরিভ্রমণকারী।

ছ. এ সময়ের এনজিও পেশা : একটা সময় এনজিও ক্যারিয়ারকে নিচু শ্রেণীর পেশা হিসেবে ভাবা হত। চাকরির নিশ্চয়তা কিংবা সামাজিক মূল্য ছিল না। কিন্তু সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষের গায়ে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। তাই মানুষ শুধু শুনেই সব মেনে নিতে চায় না এখন। সচেতন মানুষ যখন চোখ মেলে তাকালেন, বুঝতে পারলেন এনজিও যথেষ্ট সম্মানজনক পেশা যেখানে চাকরির পাশাপাশি রয়েছে সেবামূলক কাজের সুযোগ। কিংবা

যেখানে চাকরিটাই একটা সেবা। তা ছাড়া এনজিও আসলেই একটা চ্যালেঞ্জিং পেশা। বেতনও ভালো তাই চাকরি প্রত্যাশীরা সফল ক্যারিয়ার গড়তে ঝুঁকতে শুরু করলেন এনজিওতে।

জ. **উপসংহার :** আমি জানি যে, এই পেশায় অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। আছে চাকুরির নিশ্চয়তার ঝুঁকি, নানা ধরণের বাঁধা বিপত্তি। কিন্তু সেগুলো হাসিমুখে গ্রহণ করতে হবে এই কারণে যে, মনে করতে হবে আমি এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এই দরিদ্র মানুষের কঠোর শ্রম কিভাবে এদেশের উন্নয়নের সোপান রচিত করে তা দেখার অপার সুযোগ এ পেশায় আছে। এ পেশা ছাড়া অন্য কোন পেশায় এমন সুযোগ আছে বলে আমার মনে হয় না। তাই এ পেশা গ্রহণের মাধ্যমে জীবনকে ভালভাবে জানবার, বুঝবার, উপলব্ধি করবার সুযোগ পাবেন। এ পেশা মানুষের কঠোর কর্ম ও কর্মসংস্থানের নিগূঢ় সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত।'

৬. কবিতা :

প্রিয় আইডিএফ

মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন
নাটোর শাখা।

আইডিএফ তুমি চির অমর, চির অবিচল,
গরীব দুঃখীর সহায় তুমি বাড়াও মনোবল।
আইডিএফ এর মুখের হাসি মোদের জহিরুল আলম স্যার
গরীব দুঃখীকে ভালোবেসে তিনি করছেন জীবন পার।
রাজশাহী যোনের অক্সিজেন মোদের বীজন কুমার স্যার,
আইডিএফ এর উন্নয়নে নেই তুলনা তার।
নদী বলো, পাহাড় বলো, বলো জলে ও স্থলে,
আইডিএফ এর অবদান কোথায় নাহি চলে।
শিক্ষা বলো, চিকিৎসা বলো, বলো বাসস্থান,
দেখবে তুমি আইডিএফ এর কতো অবদান।
আরো আছে হালদা নদী মাছেতে ভরপুর,
যোগায় সে যে কত লোকের ভাত ও কাপড়।
পশুতে বলো, পাখিতে বলো, বলো কৃষিখাতে,
আইডিএফ এর সহায়তায় মানুষ আছে মাছে ভাতে।
কোথায় আছে এত সেবা ভেবে দেখেন আগে,
আরো আছে চক্ষুসেবা পয়সা নাহি লাগে।
ভিক্ষুক সেবা পেয়ে কদভানু ভিক্ষা দিলো ছেড়ে,
আইডিএফ এর প্রতি ভালোবাসা তার আরো গেলো বেড়ে।
পারভীন হলো স্বাবলম্বী চড়কা বুনে বুনে,
কৃতজ্ঞতায় স্বীকার করে সে সবই আইডিএফ এর অবদানে।
কেদালা গ্রামের ছকিনা বানু গাভিতে ভরপুর
আইডিএফ এর সংস্পর্শে এসে অভাব করলো দূর।
আরো আছে বেবী শর্মা অভাবী জীবন
কী করবে কোথায় যাবে ভেবে পায় না মন।
আইডিএফ এ ভর্তি হয়ে নিল কিছু ঋণ
অভাব গেল দূরে সরে ফিরলো সুখের দিন।
একটি কথা আরো বলার জাগে মনে সাধ
সবাই বলি একই সাথে আইডিএফ আইডিএফ,
আইডিএফ তুমি চির অমর, চির অবিচল,
গরীব দুঃখীর সহায় তুমি বাড়াও মনোবল।

৭. সংবাদ

৭.১ কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

ভূমিকা: আইডিএফ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সদস্যদের জীবন মান উন্নয়নে তাদের জীবিকায়নে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উপর গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। সংস্থার কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় যেসকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বসত বাড়ির আঙিনায় ও পুকুর পাড়ে সবজি চাষ, শাক সবজির বীজ বিতরণ, জৈব সার তৈরীকরণ, কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদে উদ্বুদ্ধকরণ, মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ, গবাদিপশুর কৃমি মুক্তকরণ, প্রাণিসম্পদ এর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, গরু মোটাতাজাকরণ, গবাদিপশুকে নিয়মিত টিকা প্রদান, নতুন জাত প্রবর্তন, আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, সদস্যদের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান, প্রদর্শনী খামার আয়োজন, মাঠ দিবস পালন, কর্মশালা অনুষ্ঠান, দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, বিলবোর্ড স্থাপন ইত্যাদি। গত জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২ সময়ে এ ইউনিটের পরিচালিত কার্যক্রমের কিছু সংবাদ এখানে তুলে ধরা হল।

ক) কৃষি যান্ত্রিকীকরণে আইডিএফ

বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষকদের ধান ও গম জাতীয় কাঙ্ক্ষিত শস্য উৎপাদনে সীমাবদ্ধতাসমূহের মধ্যে কর্তন সমস্যা হল অন্যতম প্রধান সমস্যা। ফসল পরিপক্ক হবার পর কর্তনের সময় যেমনি কম থাকে, তেমনি এ মৌসুমে কৃষককে বেশ কয়েকটি কাজ একসাথে করতে হয়। যেমন: ফসল কর্তন, মাড়াই করা, ঝাড়াই করা, শুকানো এবং পরবর্তী ফসলের জমি তৈরি, বীজতলা তৈরি ইত্যাদি। কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় ধান কাটার সময়ে তীব্র শ্রমিক সংকট দেখা যায়। এক জরিপে দেখা গেছে, এ সময় প্রয়োজনীয় শ্রমিকের অর্ধেকও পাওয়া যায় না। ফলে কৃষকদের ফসল পাকার পর শ্রমিকের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। বোরো মৌসুম ও আমন মৌসুমে এ সমস্যা সবচেয়ে তীব্র হয়। নিম্নাঞ্চল ও হাওর এলাকায় এ সমস্যা আরো প্রকট। অন্যদিকে, কর্তন যন্ত্র বা কম্বাইন হারভেষ্টার মেশিন ব্যবহার করে দ্রুত ও কম খরচে ফসল কর্তন করা যায়। এসকল বিষয় বিবেচনা করে আইডিএফ সদস্যদের মাঝে কম্বাইন হারভেষ্টার প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে কৃষি কার্যে যান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচির আওতায় আইডিএফ কর্তৃক বিগত ৩০ শে নভেম্বর ২০২২ তারিখ আইডিএফ বাঁশখালী শাখার সদস্য কৃষি উদ্যোক্তা মোঃ শাহাদাত হোসেনকে একটি কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন সরকারী ভর্তুকি সহায়তায় সরবরাহ করা হয়। উক্ত

কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ, জনাব আবদুল মতীন, মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ এবং জনাব জহিরুল আলম, নির্বাহী পরিচালক, আইডিএফ।

কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন হল ডিজেল ইঞ্জিনচালিত এমন একটি যন্ত্র, যা দিয়ে একই সঙ্গে ধান-গম কাটা, মাড়াই, ঝাড়াই ও বস্তাবন্দী করা যায় এবং খড় আস্ত থাকে। যন্ত্রটি ১৫-২০ সেন্টিমিটার মাটির গভীরে শক্ত স্তর (প্লাউ-প্যান) যুক্ত কাদামাটিতে চলতে পারে। যন্ত্রটি দিয়ে কম সময়ে অধিক জমির ধান-গম কাটা যায় বিধায় কর্তনোত্তর অপচয় হ্রাস পায় এবং সার্বিক উৎপাদন খরচ কম হয়। তাছাড়া সঠিক সময়ে দ্রুত ফসল কেটে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি থেকে শস্য রক্ষা করা যায়। ফলে কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হয় এবং কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

খ) ফসল চাষ প্রযুক্তি বাস্তবায়ন কৌশল এবং প্রতিকূল পরিবেশে ফসল উৎপাদন বিষয়ক (আবাসিক) প্রশিক্ষণ

আইডিএফ এর উদ্যোগে এবং পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযোগিতায় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর আঞ্চলিক কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি, পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে পিকেএসএফ এর বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার কৃষি কর্মকর্তা এবং সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের মাঝে ৭/১২/২২-১২/১২/২২ ইং পর্যন্ত ২টি ধাপে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে সর্বমোট ৮৩ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. মোঃ আলতাফ হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পার্বত্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি ও জনাব আব্দুল্লাহ আল মালেক, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পার্বত্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি এবং কনিকা চাকমা, বৈজ্ঞানিক সহকারী, পার্বত্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি। এছাড়া পিকেএসএফ এর উর্দ্ধতন প্রতিনিধি জনাব ড. এম. এ হায়দার (ম্যানেজার), জনাব আব্দুল হাকিম (ডেপুটি ম্যানেজার) এবং জনাব মোঃ আলাউদ্দিন আহমেদ (ডেপুটি ম্যানেজার) উপস্থিত ছিলেন। আইডিএফ এর পক্ষে সার্বিক সমন্বয় সাধন করেন জনাব আজমারুল হক, বিভাগ প্রধান (চলতি দায়িত্ব), কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

গ) বসতবাড়িতে শাক-সবজি চাষ (হোম গার্ডেন)

আইডিএফ কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী যোনের বিভিন্ন শাখার কেন্দ্রসমুহে সদস্যদের বসতবাড়িতে "হোম গার্ডেন" তৈরীর উদ্দেশ্যে সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে শাক-সবজির বীজ যেমন-মিষ্টি কুমড়া, লাউ, লাল-শাক, শীম, পালং-শাক, সবুজ শাক ও মূলার বীজ, বিতরণ করা হয়। জুলাই/২২ ইং হইতে ডিসেম্বর/২২ ইং পর্যন্ত ০৭ শাখায় ১৭টি হোম গার্ডেন তৈরী করা হয়। "বসতবাড়িতে শাক-সবজি চাষ (হোম গার্ডেন)" তৈরীতে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেন রাজশাহী যোনে কর্মরত কৃষি উন্নয়ন বিভাগের টিমের সদস্যগণ। সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন শাখার শাখা ব্যবস্থাপক এবং শাখার সকল সহকর্মীবৃন্দ। দরিদ্র সদস্যদের পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পুরণে এবং বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

ঘ) পুকুরপাড়ে শাক-সবজি চাষ

আইডিএফ রাজশাহী যোনের বিভিন্ন শাখায় সদস্যদের পুকুর পাড়ে শাক-সবজি উৎপাদনের লক্ষ্যে আইডিএফ কৃষি উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক সদস্যদের মাঝে শাক-সবজির বীজ ও ফলের চারা বিতরণ ও রোপণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃষি উন্নয়ন বিভাগ এর পক্ষ থেকে নিয়মিত পরিদর্শন এর মাধ্যমে সদস্যদের মাঝে পুকুরপাড়ে শাক-সবজি উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিষ্টি কুমড়া, লাউ, পেঁপের চারা এবং লেবুর চারা পুকুরপাড়ে রোপণের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আইডিএফ রাজশাহী যোনের বিভিন্ন শাখায় জুলাই/২২ থেকে ডিসেম্বর/২২ পর্যন্ত ২৩ জন সদস্যকে "পুকুরপাড়ে শাক-সবজি চাষ" কার্যক্রমের আওতায় অন্তর্ভূক্ত করে বিভিন্ন শাক-সবজির বীজ ও ফলের চারা বিতরণের মাধ্যমে সহযোগিতা করা হয়েছে। "পুকুরপাড়ে শাক-সবজি চাষ" তৈরীতে কারিগরি সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করেন রাজশাহী যোনে কর্মরত কৃষি উন্নয়ন বিভাগের টিমের সদস্যগণ। সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন শাখার শাখা ব্যবস্থাপক এবং শাখার সকল সহকর্মীবৃন্দ।

ঙ) উন্নত জাতের ঘাস (নেপিয়ার) চাষ

"গাভীর মুখে দিলে ঘাস, দুধ পাবেন বারো মাস" এই স্লোগানকে সামনে রেখে আইডিএফ রাজশাহী যোনের কৃষি উন্নয়ন বিভাগ সদস্যদের মাঝে নিরলস ভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কৃষি উন্নয়ন বিভাগ রাজশাহী যোনের টিম সদস্যদের মাঝে উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং সরবরাহ করা, ঘাসের কাটিং রোপণ ও পরিচর্যা করা এবং বিভিন্ন পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। আইডিএফ রাজশাহী যোনের বিভিন্ন শাখায় জুলাই/২২ থেকে ডিসেম্বর/২২ পর্যন্ত ১৮জন সদস্যকে কৃষি উন্নয়ন বিভাগ (প্রাণিসম্পদ ইউনিট) এর পক্ষ থেকে উন্নত জাতের নেপিয়ার ঘাষ চাষ পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে প্রতিটি সদস্যকে বিনামূল্যে নেপিয়ার ঘাষের কাটিং বিতরণ ও রোপণে সহযোগিতা প্রদান করা হয়। প্রাণিসম্পদের সু-স্বাস্থ্য রক্ষায় ও গাভীর দুধ উৎপাদন সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাখতে ঘাসের কোন বিকল্প নেই।

চ) ফিশিং গিয়ার তৈরিতে শিরিন আক্তারের পরিবার

আইডিএফ সরকারহাট শাখার ঋণী সদস্য শিরিন আক্তারের স্বামী পেশায় একজন রিক্সাচালক। স্বল্প আয়ে পরিবারের ৫ জন সদস্যের ভরণপোষণ চালাতে তাদের বেশ কষ্ট হত। তাই পরিবারে বাড়তি আয়ের জন্য আইডিএফ'র ফিল্ড অর্গানাইজার অঞ্জয় শীলের পরামর্শে শিরিন আক্তারের স্বামী মাছ ধরার সামগ্রী তৈরিতে আগ্রহী হন। এছাড়া মাছ ধরার বিভিন্ন সামগ্রী যেমন: ঝাঁকি জাল, চাঁই, ঠেলা জাল, পলো, খালই প্রভৃতি তৈরি এবং বাজারজাতকরণ নিয়ে সদস্যের সাথে আইডিএফ'র মৎস্য কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরবর্তীতে পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় তাকে ফিশিং গিয়ার তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ (সুতা, বাঁশ, সুই, রশি, চাকু, বেত, লোহার কাঠি) প্রদান করা হয়। মূল পেশার পাশাপাশি শিরিন আক্তার ও তার স্বামী বর্তমানে মাছ ধরার ঝাঁকি জাল, চাঁই, ঠেলা জাল, পলো, খালই, বঁড়শি ইত্যাদি তৈরি করছেন এবং পণ্যগুলো উচ্চমূল্যে সহজেই বাজারজাত করছেন। বর্তমানে তিনি বিকল্প আয় হিসেবে প্রতি মাসে মৌসুমভেদে ৫-১০ হাজার টাকা আয় করছেন এবং আইডিএফ সরকারহাট শাখায় ১,০০,০০০/- টাকার ঋণ চালু রয়েছে।

ছ) মৎস্য সেবা ও পরামর্শ কেন্দ্র

বিগত ২৯ ডিসেম্বর ২০২২, মৎস্য চাষিদের মাছ চাষ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য আইডিএফ বাঁশখালী শাখার বাণীগ্রাম সমিতিতে একটি মৎস্য সেবা ও পরামর্শ কেন্দ্র আয়োজন করা হয়। মাছ চাষে শীতকালীন পরিচর্যা, পানির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষা এবং রোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়। মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য চুন, পটাশ, লবণ ও অ্যাকুয়া মেডিসিন ব্যবহারে ৬০ জন সদস্যকে হাতে কলমে সেবা প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম, আইডিএফ'র মৎস্যবিদ ও শাখা ব্যবস্থাপক প্রমুখ। অনুষ্ঠানশেষে আলোচকবৃন্দ সকলের জন্য "প্রতিকারের চেয়ে, প্রতিরোধ উত্তম" ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

জ) আমিলাইষ শাখার মাবিয়া খাতুন এর পাঙ্গাস চাষ

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার দুরদুরি ইউনিয়নের খতিরহাট গ্রামের বাসিন্দা মাবিয়া খাতুন। ছোট একটি খাবার দোকানের মাধ্যমে মাবিয়া খাতুন তার দুই ছেলেকে নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি আইডিএফ আমিলাইষ শাখার ঋণী সদস্য। পারিবারিকভাবে প্রাপ্ত ৫০ শতক পুকুরে তার ছেলে মোঃ ইউসুফ সনাতন পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতেন। আইডিএফ আমিলাইষ শাখার ফিল্ড অর্গানাইজার মোঃ ফাহাদ হোসেন বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষের জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করেন। পরবর্তীতে তাকে ২ দিনব্যাপী "উত্তম ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষ বিষয়ে" উপজেলা ও আইডিএফ মৎস্যবিদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে বলা হয় যে, পাঙ্গাস মাছের ত্বক তৈলাক্ত ও শরীরে ডার্ক মাসল থাকে ফলে দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা পাঙ্গাস মাছ সহজেই আক্রান্ত হয়। তাই পানির গুণগতমান ও মানমসম্মত খাদ্য প্রয়োগের মাধ্যমে পাঙ্গাস চাষ করতে হবে। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে ৫০ শতক পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন এবং পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় তাকে মাছের পোনা, জাল, খাদ্য, চুন, সার, প্রোবায়োটিক ও সবজির চারা প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে তার পুকুরে প্রায় ৮০০ কেজির অধিক পরিমাণ পাঙ্গাস মাছ উৎপাদিত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। এছাড়া তিনি পুকুরের পাড়ে পেঁপে, লাউ, মিষ্টি কুমড়া ও অন্যান্য ফসল চাষ করার মাধ্যমে বাড়তি আয় করছেন। বর্তমানে আইডিএফ আমিলাইষ শাখায় মাবিয়া খাতুনের ৩৫০০০ টাকার ঋণ চলমান রয়েছে।

ঝ) প্রাণিসম্পদের টিকাদান কর্মসূচি

আইডিএফ এর কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ, রাজশাহী যোনের আয়োজনে প্রতি মাসে বিভিন্ন কেন্দ্রে সদস্যদের প্রাণিসম্পদকে পিপিআর, গলাফোলা, গোটপক্স, তড়কা ও ক্ষুরারোগ নামক মারাত্মক রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য বিনামূল্যে নিয়মিত টিকাদান কর্মসুচি পালন করে যাচ্ছে। জুলাই/২২ থেকে ডিসেম্বর/২২ পর্যন্ত রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন শাখার কেন্দ্র সমুহে প্রায় ২৯০৩টি ছাগল/ভেড়াকে পিপিআর, ২৬৫টি ছাগল/ভেড়াকে গলাফোলা ও ৩৬৭টি ছাগল/ভেড়াকে গোটপক্স রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হয় এবং ১৯৩৭টি গরু/মহিষকে তড়কা ও ১৯৬টি গরু/মহিষকে ক্ষুরারোগ এর টিকা প্রদান করা হয়। এছাড়া ২৯৩টি হাঁসকে ডাকপ্লেগ এবং ৬৩৯টি মুরগী ও মুরগীর বাচ্চাকে আরডিভি ও বিসিআরডিভি টিকা প্রদান করা হয়। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহযোগিতায়, আইডিএফ কৃষি উন্নয়ন বিভাগ উক্ত টিকাদান কর্মসূচি আয়োজন ও বাস্তবায়ন করছে। চলমান টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদকে মারাত্মক সংক্রামক রোগ থেকে প্রতিরোধ করাই কৃষি উন্নয়ন বিভাগের অঙ্গীকার।

ঞ) দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ), কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী যোনে "সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ" কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জুলাই/২২ থেকে ডিসেম্বর/২২ পর্যন্ত কেন্দ্রসমুহে আই জি এ ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত সময়ে ১৯টি ব্যাচে ৪৭৫ জন সদস্যকে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন-বসতবাড়িতে বছরব্যাপী শাক-সবজি চাষ, উন্নত পদ্ধতিতে গাভী পালন, আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজা-করণ, ছাগলের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি পরিচিতি এবং প্রাণিসম্পদের কৃমির ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে সদস্যদের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের উত্তর প্রদান করা হয়। আইডিএফ কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী যোনের অন্তর্গত কাফুরিয়ায় অবস্থিত কৃষি ফার্ম এর সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ খালেদ হোসেন এর পরিচালনায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন জনাব বিজন কুমার সরকার, যোনাল ম্যানেজার, রাজশাহী যোন। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মহোদয়।

৭.২ স্বাস্থ্য

ক. জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২ এ স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আইডিএফ ১৯৯৫ সালে পার্বত্য অঞ্চলের দরিদ্র জনগণের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপদ পানি প্রদানের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য কর্মসূচির যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এই কর্মসূচির আওতায় সংস্থা সকল সদস্য ও তাদের পরিবারসহ কমিউনিটি পর্যায়ে সকলের জন্য হেলথ এজেন্ট ও শাখা পর্যায়ে প্যারামেডিক এবং টেলি হেলথ এর মাধ্যমে এমবিবিএস ডাক্তারদের মাধ্যমে নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে। হিমোফিলিয়া রোগীদের সেবা প্রদানের জন্য চট্টগ্রামে একটি ফিজিওথেরাপী সেন্টার পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও কর্ম এলাকায় সংস্থার শাখা অফিসসমূহের সহায়তায় স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। বিগত জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২ সময়ে আইডিএফএর স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় সর্বমোট ১,১৮,৮৪০ জনকে বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, ৪০২২ জনকে ৩,৯৬,০৩১ টাকার বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ এবং ৪২ জন রোগীকে ৫৭৭ টি সেশনের মাধ্যমে ফিজিওথেরাপী সেবা (হিমোফিলিয়া) প্রদান করা হয়। ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত সর্বমোট ১৭৬৫৯০২ জনকে আইডিএফ এর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, ৫৩৬৮৯ জনকে ১,২৬,৮৫,৬৭২ টাকার বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ এবং ৯৪ জন রোগীকে ১০৬৯ টি সেশনের মাধ্যমে ফিজিওথেরাপী সেবা (হিমোফিলিয়া) প্রদান করা হয়। এ সমস্ত সেবাসমূহের বিস্তারিত তথ্য পরিক্রমার শেষ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে। আইডিএফ এর স্বাস্থ্য কর্মসূচির কার্য পরিধির ব্যাপকতা বেড়ে যাওয়ায় বিগত জুলাই-অক্টোবর ২০২২ থেকে পৃথকভাবে "আইডিএফ স্বাস্থ্য বুলেটিন" প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ "খ" তে দেয়া হয়েছে।

খ. আইডিএফ স্বাস্থ্য বুলেটিন এর যাত্রা

জুলাই-অক্টোবর ২০২২ থেকে শুরু হল "আইডিএফ স্বাস্থ্য বুলেটিন" প্রকাশ। সাম্প্রতিককালে স্বাস্থ্য কর্মসূচির কলেবর ও কার্যক্রমের পরিধির ব্যাপ্তি ঘটায় অল্পসময়ে জমে যাওয়া অনেক সংবাদ সঠিকসময়ে সংশ্লিষ্ট সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এটি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত এই প্রথম সংখ্যাটিতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা ছাপা হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে "আইডিএফ স্বাস্থ্য সেবার ইতিকথা', যা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল লিখেছেন।

বুলেটিনে জুলাই-অক্টোবর ২০২২ সময়ে যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে তার বিশদ বর্ণনা আছে। বিভিন্ন সময়ে শাখা পর্যায়ে পরিচালিত নানা ধরনের ক্যাম্প যেমন ব্লাডগ্রুপিং ক্যাম্প, মিনি হেলথ ক্যাম্প, টেলিহেলথ ক্যাম্প ইত্যাদি আয়োজনের এবং রোগীদের উপস্থিতি ও সেবা গ্রহণের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। হেলথ সেন্টার সমূহে যে ধরনের সেবা দেওয়া হয় তারও বর্ণনা আছে বুলেটিনে। এ সকল কার্যক্রম ছাড়াও কতিপয় বিশেষ কার্যক্রম যা এই সময়ে পরিচালনা করা হয়েছে তার সংবাদও আছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প বালুখালী-১১তে স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা সভা, খাগড়াছড়ি যোনে কোভিড ১৯ এর ভ্যাক্সিন গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কাউন্সেলিং সেশনের আয়োজন করা এবং সরকারি কর্মসূচির আওতায় স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পরিচালিত কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন কর্মসূচিতে আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির অংশগ্রহণ করা। বাংলাদেশ হিমোফিলিয়া সোসাইটি (চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার), চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (হেমাটোলজি বিভাগ) ও লায়ন্স চ্যারিটেবল সোসাইটি, চট্টগ্রাম এর সহায়তায় শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আইডিএফ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র-০১ এ পূনর্বাসনমূলক যে ফিজিওথেরাপী সেবা প্রদান করা হয়, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টকালীন সময়ে আয়োজিত "স্তন ক্যান্সার সচেতনতা বিষয়ক সেমিনারের" বিবরণও আছে এ সংখ্যায়। হেলথ সেন্টার -১ এ এবং টেলি হেলথ এর মাধ্যমে দেয়া চিকিৎসা সেবায় সুস্থ হয়ে যাওয়া কয়েকজন রোগীর কেস স্টাডিও আছে বুলেটিনটিতে। আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির "অর্গানোগ্রাম"ও দেয়া হয়েছে এই বুলেটিনে।

৭.৩ হালদা সংবাদ

হালদা নদী এ উপমহাদেশের স্বাদু পানির কার্প জাতীয় মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র। একসময় এ নদীতে প্রচুর ডিম পাওয়া গেলেও জলবায়ু পরিবর্তন ও মনুষ্যসৃষ্ট নানা কারণে ডিমের পরিমাণ অনেক কমে যাচ্ছিল দিনদিন। এ অবস্থা থেকে হালদাকে উদ্ধারের লক্ষ্যে পিকেএসএফ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান-ইফাদের সহায়তাপুষ্ট PACE প্রকল্পের অর্থায়নে বিগত ১০ই এপ্রিল, ২০১৬ তারিখ হতে পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা 'ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)' এর মাধ্যমে "হালদা নদীতে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প হাতে নেয়। এ প্রকল্পে হালদার মা মাছ রক্ষা ও হালদাকে দূষণমুক্ত করার জন্য এলাকার জনগণ, সাংসদ, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, মৎস্য বিভাগ, প্রশাসন, সাংবাদিক, স্থানীয় ডিম সংগ্রহকারী, মৎস্যজীবি, কৃষক সবাইকে সম্পৃক্ত করা হয়। এছাড়াও হালদা নদীর উপর গবেষণা করার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে "হালদা নদীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও হালদা উৎসের পোনার বাজার সম্প্রসারণ" প্রকল্পের আওতায় জুলাই-ডিসেম্বর ২২ সময়ে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল।

ক) হালদা কর্মসূচি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটির আলোচনা সভা

বিগত ১৮ ডিসেম্বর ২০২২, হালদা নদীর মৎস্য প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে আইডিএফ আঞ্চলিক কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে বিশেষজ্ঞ কমিটির একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আইডিএফ ও পিকেএসএফ'র উদ্যোগে পরিচালিত "হালদা নদীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও হালদা উৎসের পোনার বাজার সম্প্রসারণ" প্রকল্পের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। সভায় বিশেষজ্ঞবৃন্দ চলমান প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে হালদা নদীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য আইডিএফ'র প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন। বক্তারা প্রকল্পের মূল্যায়ন শেষে হালদা নদীতে মা মাছ রক্ষণাবেক্ষণে সার্বক্ষণিক নদী পাহারার ব্যবস্থা, জেলে সম্প্রদায় ও তামাকচাষীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অধিক কাজ করার ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করেন। কমিটির সভাপতি ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটির শ্রদ্ধেয় উপাচার্য প্রফেসর মুহাম্মদ সিকান্দার খানের পরিচালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্য ও হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরীর কো-অর্ডিনেটর এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. মো. মনজুরুল কিবরীয়া, হালদা নদী রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আলী, আইডিএফ'র প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরী, ডিম সংগ্রহকারী জনাব কামাল সওদাগর ও জনাব মোঃ রওশনগীর প্রমুখ।

খ) হালদা নদী নিয়ে গবেষণারত ১৯ জন চবি'র শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

বিগত ০৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও উন্নয়ন সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এর যৌথ সহযোগিতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে হালদা নদীর উপর গবেষণারত ১৯ জন তরুণ গবেষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরী কো-অর্ডিনেটর এবং চবি প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান হালদা গবেষক অধ্যাপক ড. মো. মনজুরুল কিবরিয়ার সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। বক্তব্যে তিনি হালদা নদী নিয়ে গবেষণারত বৃত্তিপ্রাপ্ত চবি শিক্ষার্থীরা নদী রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন হালদা নদী রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আমিনা বেগম ও আইডিএফ'র গভর্নিং বডির সদস্য হোসনে আরা বেগম। বৃত্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে একজন পিএইচডি এবং দুইজন এমফিল শিক্ষার্থী ছিলেন।

গ) তামাক চাষীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা

বিগত ২৪ ডিসেম্বর ২০২২, "হালদা নদীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও হালদা উৎসের পোনার বাজার সম্প্রসারণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় তুলাবিল গ্রামে তামাক চাষীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য কৃষকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পিকেএসএফ'র সম্মানিত অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, হালদা নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য তামাকচাষীদের তামাক চাষের পরিবর্তে বিকল্প জীবিকায়নের জন্য নিরাপদ উপায়ে উচ্চমূল্যের ফসল চাষ, দেশী মুরগি বা হিলি মুরগি পালন, ছাগল ও গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ এবং মাছ চাষের প্রতি গুরুত্বারোপ

করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। মতবিনিময়কালে তিনি তামাকচাষীদের বিকল্প জীবিকায়নের জন্য সার্বিক সহযোগিতার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানশেষে তিনি স্থানীয় কৃষকদের পশু চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবা প্রদানের জন্য আইডিএফ এনিম্যাল হেলথ সেন্টার ও উপকারভোগীদের মাঠ পরিদর্শন করেন।

ঘ) মানিকছড়ি উপজেলা প্রশাসনের সাথে আইডিএফ'র সমন্বয় সভা

হালদা নদীর উজান মানিকছড়িতে তামাক চাষ ও বালু উত্তোলন বন্ধের লক্ষ্যে বিগত ২৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখে মানিকছড়ি উপজেলা মিলনায়তনে আইডিএফ ও পিকেএসএফ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. মো. মনজুরুল কিবরীয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার রক্তিম চৌধুরী, সহকারী কমিশনার (ভূমি) রুম্পা ঘোষ, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রনব কুমার সরকার, উপজেলা কৃষি কমকর্তা মোঃ হাসিনুর রহমান। আইডিএফ'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও আইডিএফ'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মাহমুদুল হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আইডিএফ চট্টগ্রাম অঞ্চলের যোনাল ম্যানেজার মুহাম্মদ শাহ আলম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন আইডিএফ খাগড়াছড়ি অঞ্চলের যোনাল ম্যানেজার মোহাম্মদ শাহজাহান, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান, আইডিএফ'র প্রকল্প ব্যবস্থাপক আব্দুল্লাহ আন-নূর প্রমুখ। সভায় বক্তারা তামাক চাষের ক্ষতিকর প্রভাবসহ নদী দূষণের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিকগুলো সমাধানের উপায়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানশেষে হালদা নদী ও পরিবেশ রক্ষায় সম্মিলিতভাবে তামাক চাষ বন্ধ করার জন্য একত্রে কাজ করার ব্যাপারে সবাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

ঙ) হালদা চত্বরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২২ উদযাপন

'নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিগত ২৭ জুলাই ২০২২ তারিখে হাটহাজারী উপজেলা গড়দুয়ারা ইউনিয়নের নয়াহাটের হালদা চত্বরে আইডিএফ ও পিকেএসএফ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২২ আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি মাইকিং, বর্নাঢ্য র‍্যালী, পোনা অবমুক্তকরণ, ব্যানার ফেস্টুনে প্রচারণা, মৎস্যচাষি ও জেলেদের সাথে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অত্র এলাকার চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মদ সরওয়ার মোর্শেদ তালুকদার বলেন, বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ হালদা নদীতে মা মাছ রক্ষাকরণ ও নদীদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সকলকে সচেতন হতে হবে এবং অমান্যকারীদেরকে আইনের আওতায় আনার ব্যাপারে সতর্ক করেন। অনুষ্ঠানে আইডিএফ মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মাহমুদুল হাসান স্থানীয় মৎস্যজীবীদের হালদা নদীর বিশুদ্ধ রেণু পোনা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং নিরাপদ মাছ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সচেতন ও সম্পৃক্ত হওয়ার আহবান জানান। অনুষ্ঠানটি আইডিএফ চট্টগ্রাম অঞ্চলের যোনাল ম্যানেজার জনাব মুহাম্মদ শাহ আলম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব আবু নাছের সিদ্দিক কিরণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আন-নূর, জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম, মোঃ ফয়েজ রাব্বানী ও আব্দুল হাকিম প্রমুখ।

চ) হালদার গুরুত্ব বিষয়ে ইমামদের অরিয়েন্টেশন

হালদার গুরুত্ব বিষয়ে ইমামদের নিয়ে আইডিএফ ও পিকেএসএফ জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মোট ৫টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সাধারণ জনগণকে জুম্মার নামাজের খুতবাতে হালদা নদীর গুরুত্ব, মা মাছ শিকার বন্ধকরণ এবং নদীর পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারের নির্দেশনা অবহিতকরণ ও সচেতন করতে মসজিদের ইমামদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে এ কার্যক্রমটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. মো. মনজুরুল কিবরীয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন হালদা নদী রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ। আইডিএফ'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার মাহমুদুল হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের যোনাল ম্যানেজার মুহাম্মদ শাহ আলম এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক আব্দুল্লাহ আন-নূর প্রমুখ। সভায় বক্তারা হালদা নদীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, মা মাছের গুরুত্ব ও মাছের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার জন্য নদী দূষণের বিভিন্ন ক্ষতিকর বিষয় ইমামদের মাঝে তুলে ধরেন এবং মুসল্লীদের অবগত করতে ইমামদের অনুরোধ করেন।

ছ) শিক্ষার্থীদের নিয়ে হালদা নদী সম্পর্কে স্কুল ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠান

"হালদা রক্ষায় প্রয়োজন, সব শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কোমলমতি স্কুল শিক্ষার্থীদের হালদা নদী সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে স্কুল ক্যাম্পেইন আয়োজন করে আইডিএফ ও পিকেএসএফ। অনুষ্ঠানে হালদা নদীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, গুরুত্ব, জাতীয় অর্থনীতিতে এই নদীর ভূমিকার উপর আলোচনা, কুইজ প্রতিযোগিতা এবং ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। জুলাই-ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত মোট ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৫০০ জন স্কুল শিক্ষার্থীকে নিয়ে স্কুল ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে আইডিএফ'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মোট ৩০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জ) ফল বাগান ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও চারা বিতরণ

বিগত ০৪ আগস্ট ২০২২, তামাক চাষের পরিবর্তে ফল বাগান গড়ে তোলার লক্ষ্যে মানিকছড়ির ঘোরখানাস্থ মোঃ সাইফুল ইসলামের বাগানে ২৫ জন তামাকচাষীকে "ফল বাগান ব্যবস্থাপনা বিষয়ে" প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আইডিএফ এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব মাহমুদুল হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ হাসিনুর রহমান এবং আইডিএফ কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ আজমারুল হক। প্রশিক্ষকবৃন্দ ফল বাগান ব্যবস্থাপনা বিষয় ও হালদা নদীতে তামাক চাষের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন এবং কৃষকদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ শেষে পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন ফলদ চারা (আম্রপালি, পেয়ারা, কাশ্মীরি বড়ই) বিতরণ করা হয়।

ঝ) মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও পোনা বিতরণ

বিগত ২৫ আগস্ট ২০২২, তামাকচাষীদের বিকল্প জীবিকায়নের লক্ষ্যে মানিকছড়ির ঘোরখানাস্থ শাহান শাহ হক ভান্ডারী সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ২৫ জন কৃষককে "মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে" প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব প্রনব কুমার সরকার এবং আইডিএফ মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মাহমুদুল হাসান ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আন-নূর। প্রশিক্ষকবৃন্দ মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা ও তামাক বর্জ্যের কারণে নদী দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন এবং চাষিদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় সদস্যদের মাঝে হালদার রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের পোনা বিতরণ করা হয়। বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর খাগড়াছড়ি অঞ্চলের যোনাল ম্যানেজার জনাব মোঃ শাহজাহান এবং এভিসিএফ মোঃ রুবেল হোসেন।

ঞ) উত্তম ব্যবস্থাপনা চর্চায় গাভী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও প্রাণিসম্পদ টিকাদান কর্মসূচি

বিগত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২, তামাকচাষীদের বিকল্প কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মানিকছড়ির ঘোরখানাস্থ শাহান শাহ হক ভান্ডারী সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ২৫ জন খামারীকে "উত্তম ব্যবস্থাপনা চর্চায় গাভী পালন বিষয়ে" প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জনাব রণজিৎ চৌধুরী এবং আইডিএফ প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জনাব ডা. মং সিংনু মারমা। প্রশিক্ষকবৃন্দ উত্তম ব্যবস্থাপনা চর্চায় গাভী পালন বিষয়ে আলোচনা করেন এবং খামারীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণটিতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রফেসর মোঃ শহীদুল আমিন চৌধুরী। প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে (২৯ সেপ্টেম্বর/২২) উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের সহায়তায় ৫৫ জন কৃষককে তাদের গৃহপালিত গরুকেকে ক্ষুরা রোগের টিকা এবং ছাগলকে পিপিআর টিকা প্রদান করা হয়।

ট) ডিম সংগ্রহের এবং ফুটানোর কলাকৌশল ও সতর্কতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বিগত ২০ অক্টোবর ২০২২, ডিম সংগ্রহকালীন সময়ে হালদা নদীর জলজসম্পদ সংরক্ষণে রাউজান উপজেলায় অংকুরঘোনায় ২৫ জন ডিম সংগ্রহকারীদের

নিয়ে "ডিম সংগ্রহের এবং ফুটানোর কলাকৌশল ও সতর্কতা" বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে ডিম সংগ্রহের পূর্ব প্রস্তুতি, ডিম সংগ্রহকালীন কার্যাবলী ও জলজপ্রাণি সংরক্ষণে সতর্কতা, মাটির কুয়া/হ্যাচারিতে ডিম মজুদকরণ, ডিম সংগ্রহের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও তথ্য সংরক্ষণ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা পীযূষ প্রভাকর ও নাজমুল হুদা রনী এবং আইডিএফ মৎস্যবিদ প্রমুখ। ইতোমধ্যে পিকেএসএফ এবং আইডিএফ এর উদ্যোগে জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত উক্ত বিষয়ে ১২ ব্যাচে মোট ৩০০ জনকে প্রশিক্ষণ করা হয়েছে।

ঠ) মৎস্যজীবীদের কার্প জাতীয় মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বিগত ১২ অক্টোবর ২০২২, হালদা নদীর উপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাটহাজারী উপজেলায় রামদাশ হাটে ২৫ জন মৎস্যচাষিকে "কার্প জাতীয় মাছ চাষ বিষয়ে" প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে পোনা মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা, মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা, মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, মাছের বাজারজাতকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের পুকুর পরিদর্শন ও বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা পীযূষ প্রভাকর ও নাজমুল হুদা রনী এবং আইডিএফ মৎস্যবিদ প্রমুখ। ইতোমধ্যে পিকেএসএফ এবং আইডিএফ'র উদ্যোগে জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত উক্ত বিষয়ে ৫ ব্যাচে মোট ১২৫ জনকে প্রশিক্ষণ করা হয়েছে।

৭.৪ সমৃদ্ধি কর্মসূচি

আইডিএফ বিগত ২০১২ সাল থেকে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় সমৃদ্ধি কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। এই কর্মসূচিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌত, পরিবেশগত বিষয়সহ গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গের সাথে অর্থায়নের যথাযথ সমন্বয় রয়েছে। বর্তমানে ওয়াগ্গা, সাতকানিয়া, সুয়ালক ও কদলপুর ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যক্রম চলছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে বিগত জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২ সময়ে পরিচালিত অনেক ধরণের কার্যক্রম থেকে বাছাই করে উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হলো।

ক) স্বাস্থ্যসেবা: সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাভুক্ত এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা এই কর্মসূচির একটি অন্যতম কাজ। প্রকল্প এলাকায় স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন করে রোগীদের এই সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া চক্ষু সেবার জন্য চক্ষু ক্যাম্পেরও আয়োজন করা হয়। রিপোর্টকালীন সময়ে বিভিন্ন ক্লিনিক ও ক্যাম্পের মাধ্যমে যে সকল সেবা প্রদান করা হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন এখানে প্রকাশ করা হল।

ক.১ স্ট্যাটিক ক্লিনিক

হতদরিদ্র, অসহায়, সুবিধা বঞ্চিত মানুষ যারা টাকার অভাবে/অসচেতনতার কারণে উপজেলা অথবা জেলা পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারে না তারাই প্রধানত এখানকার সেবা গ্রহণকারী। প্রতিদিন বিকাল ৩.০০ ঘটিকা হতে ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত এই ক্লিনিকের আয়োজন করা হয়। প্রতিটি স্ট্যাটিক ক্লিনিকে ১ জন সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং ২-৩ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক উপস্থিত থাকেন। স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে মহিলা ও শিশু রোগীর সংখ্যাই বেশী। রিপোর্টকালীন সময়ে সমৃদ্ধি এলাকার ৪ টি ইউনিটে ৫৭৫ টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে মোট ৪৮০০ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়।

ক.২ স্যাটেলাইট ক্লিনিক

স্যাটেলাইট ক্লিনিক হল ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র যেটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলাকায় আয়োজন করা হয়। একজন এমবিবিএস বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এ ক্লিনিকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন। স্ট্যাটিক ক্লিনিকের তালিকাভুক্ত রোগীসহ সব ধরণের রোগীর চিকিৎসা সেবা স্যাটেলাইট ক্লিনিকে প্রদান করা হয়। ১৮০ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ৮৩৯২ জন রোগীকে প্রকল্প এলাকায় বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ক.৩ স্বাস্থ্য ক্যাম্প

স্বাস্থ্যসেবাকে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়াই হল স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মূল কাজ। এরই ধারাবাহিকতায় আইডিএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন জায়গায় দিনব্যাপী স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করে ফ্রি চিকিৎসা দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য ক্যাম্পে দুইজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরামর্শের পাশাপাশি ফ্রি ঔষধ বিতরণ করা হয়। রিপোর্টকালীন সময়ে সমৃদ্ধি কর্ম এলাকায় ৮টি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় এবং ১২৬৩ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা এবং ঔষধ প্রদান করা হয়।

ক.৪ চক্ষু ক্যাম্প

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন ৪টি এলাকায় ৪টি ফ্রি চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রাম লায়ন্স হসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা রোগীদের চক্ষু সেবা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়। ৪ টি ইউনিয়নে মোট ৭৬৭ জন রোগীকে চক্ষু সেবা প্রদান করা হয়, এর মধ্যে ৯২ জনকে ছানী অপারেশনের জন্য প্রাথমিক ভাবে মনোনীত করা হলেও ৪৮ জন রোগীর ছানী অপারেশন করা হয়।

খ) সমৃদ্ধি এলাকার সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান:

সমৃদ্ধি এলাকার সদস্যদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। রিপোর্টকালীন সময়ে আয়োজিত দুইটি প্রশিক্ষণ সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হল। একটি হচ্ছে কর্মসূচির আওতাধীন ঋণী সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন বিষয়ে (যেমন: গবাদি পশু, হাসঁ- মুরগী পালন এবং পরিচর্যা, মাচাঁ পদ্ধতিতে ছাগল পালন ও মাঠ পর্যায়ে বেড় তৈরি ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ প্রদান। ৭ টি ব্যাচে সমৃদ্ধির আওতাধীন ৪টি ইউনিয়নের মোট ১৭৫ জন ঋণী সদস্য এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে যুবকদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন। আইডিএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচিভূক্ত এলাকায় "স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো" শীর্ষক যুব প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২ দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণে ১৬ টি ব্যাচে সমৃদ্ধি কর্মসূচিভূক্ত ৪ টি ইউনিয়নের ৪০০ জন যুব অংশগ্রহণ করে।

গ) গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন

সমৃদ্ধি এলাকায় বিগত জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২ সময়ে শেখ রাসেল দিবস, আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ও জাতীয় যুব দিবস উদযাপন করা হয়। শেখ রাসেল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ সন্তান। ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেলের ৫৯ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে "নির্মলতার প্রতীক দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ৪টি ইউনিয়নে চিত্রাঙ্কন, গান, আবৃত্তি, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে ১৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। "প্রশিক্ষিত যুব, উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ" এই প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে বিগত ১লা নভেম্বর জাতীয় যুব দিবস ২০২২ সমৃদ্ধি কর্মসূচি পরিচালিত ৪ টি ইউনিয়নে র‍্যালী, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, আলোচনা সভা এবং পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উন্নয়নে যুব সমাজের সদস্যবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

৭.৫ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

আইডিএফ গ্রামের দরিদ্র এবং বয়স্ক বাসিন্দাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানব মর্যাদা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় গত ২০১৬ সাল থেকে প্রবীণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। এ উদ্যোগের আওতায় প্রবীণদের উন্নয়নের জন্য নানা ধরণের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হচ্ছে প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, নিয়মিত পরিতোষিক ভাতা প্রদান, আয়-রোজগার বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দান, দুর্যোগ বিপদের সময় অনুদান প্রদান এবং বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলা/বিনোদন/জাতীয় অনুষ্ঠানাদিতে সম্পৃক্ত করে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করাসহ আরও নানা ধরণের কর্মকান্ড। আইডিএফ পরিক্রমায় আমরা এ সকল বিষয়ে বিভিন্ন খবরাদি নিয়মিত প্রকাশ করে আসছি। আজকের সংখ্যায় আমরা প্রবীণ কর্মসূচিতে অতি সম্প্রতি শুরু হওয়া একটি বিশেষ কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করছি। উল্লেখ্য যে, রিপোর্টকালীন সময়ে আমাদের নিয়মিত কার্যক্রম চালু ছিল। বিশেষ কার্যক্রমটি ছিল প্রবীণ কর্মসূচি এলাকার ৭টি ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে একজন কর্মক্ষম প্রবীণকে নির্বাচন করে "প্রবীণ সোনালী উদ্যোগ (টি-স্টল)" শীর্ষক শিরোনামে একটি টি-স্টল স্থাপনে তাদেরকে সহায়তা করা। এ জন্য প্রত্যেক নির্বাচিত প্রবীণ ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা দিয়ে টি-স্টল স্থাপন করে তাদেরকে স্থায়ীভাবে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি ইউনিয়ন থেকে একজন কর্মক্ষম প্রবীণ ব্যক্তিকে নির্বাচন করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় স্ব স্ব ইউনিয়নে গঠিত প্রবীণ কমিটিকে। পরে ওয়ার্ড কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানও তাদের সাথে একমত পোষণ করেন। এভাবেই নির্বাচন করা হয় ৭টি ইউনিয়ন থেকে ৭ জন কর্মক্ষম প্রবীণ সদস্যকে। নিম্নে তাদের পরিচিতি ও টি স্টল পরিচালনার অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হল। উল্লেখ্য যে, আইডিএফ কর্মীগণ নিয়মিত এ সকল টি স্টল পরিদর্শন ও তদারকি করেন।

ক) ওয়াগগা ইউনিয়নঃ

রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার ৫নং ওয়াগ্গা ইউনিয়ন থেকে নির্বাচিত প্রবীণ ব্যক্তির নাম মোঃ আলতাফ হোসেন। তার ঠিকানা হাজীর টেক, ৫ নং ওয়াগগার ৯ নং ওয়ার্ড। আলতাফ হোসেনের ১০ শতকের একটি বসত ভিটা, এক একর পাহাড় ও গাভীসহ একটি বাছুর রয়েছে। দিন মজুর হিসেবে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। দুই সন্তানের তেমন আয় রোজগার না থাকায় তিনি বাড়ির সামনে একটি ছোট্ট চা দোকান দিয়ে সংসারের ভরণ পোষনের চাহিদা মিটানোর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু করোনা কালীন সময়ে বেচা-বিক্রী কমে যাওয়ায় দোকান বন্ধ হয়ে যায়। আলতাফ হোসেনকে ১৫০০০ টাকা দেয়া হলে তিনি টি-স্টল এর জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করেন এবং দোকানটি চালু করেন। বর্তমানে তার দোকানের দৈনন্দিন বিক্রি হয় ৩৫০০-৪০০০ টাকা, দৈনন্দিন নীট লাভ ৬০০-৭০০ টাকা। বর্তমানে দোকানের সম্পদ দাড়িয়েছে ৬০০০০ টাকা, যা পূর্বে ছিল ৩৫০০০ টাকা।

খ) সাতকানিয়া ইউনিয়নঃ

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া ইউনিয়নের ছোট বারদোনার ৫ নং ওয়ার্ড শাহ মনছুড়িয়া পাড়া নিবাসী জনাব আবদু ছালাম পিতা নজির আহমদকে সোনালী টি স্টলের জন্য মনোনীত করা হয়। স্ত্রী নিয়ে তার সংসার। তার একমাত্র কন্যা বিবাহিতা। পৈত্রিক সূত্রে তিনি ১০ শতকের বসত ভিটা ও ৪ শতকের ১ টি পুকুরের মালিক। তিনি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তার একটি চায়ের দোকান ছিল, কিন্তু অর্থের অভাবে ভালভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারছিলেন না। ঠিক সেই মুহূর্তে আইডিএফ এর পক্ষ থেকে তাকে ১৫,০০০ টাকা প্রদান করলে তিনি প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করে নতুন ভাবে ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে তার দোকানে দৈনিক কমপক্ষে ৩০০০/৪০০০ টাকার মালামাল বিক্রি হয়। এতে দৈনিক ৭০০/৮০০ টাকা আয় হয়। প্রতি মাসে তিনি ১০০০/২০০০ টাকা সঞ্চয় জমা করেন। বর্তমানে তার মাসিক গড় আয় প্রায় ১৬/১৭ হাজার টাকা। তার দোকানে মালামাল বিক্রির তথ্য রেজিস্টারে হাল নাগাদ করা হয়। বর্তমানে তার সম্পদের মূল্য ৬০/৭০ হাজার টাকা।

গ) সুয়ালক ইউনিয়নঃ

বান্দরবান জেলার ৪ নং সুয়ালক ইউনিয়নের হেডম্যান পাড়ার ক্যাচিংউ মার্মাকে নির্বাচিত করা হয়। তার পরিবারে দুই সন্তান ও স্ত্রী রয়েছেন। দুই সন্তানের মধ্যে এক ছেলে আর এক মেয়ে, দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু কোনো সন্তানই তাদের বাবা-মায়ের দেখাশোনা করেন না। ক্যাচিংউ মার্মার তেমন কোনো সম্পত্তি নেই, তিনি বর্গা নিয়ে পাহাড়ে জুম চাষ করতেন, জুম চাষ করে কোনো রকম কষ্টের সংসার চালাতেন, এইভাবে সংসার চালাতে তার কষ্ট হচ্ছিল। এমতাবস্থায়, টি-ষ্টল দেয়ার জন্য তাকে নির্বাচন করে এপ্রিল ২০২২ সালে তাকে ১৫০০০ টাকা প্রদান করা হয় এবং এ টাকা দিয়ে তিনি টি স্টলের কাজ শুরু করেন। তিনি প্রতি দিন প্রায় ১৫০০-২০০০ টাকার বিক্রি করেন আর বিক্রিকৃত আয় থেকে তার প্রতিমাসে গড়ে লাভ হয় ৮০০০-৯০০০ টাকা। লাভের টাকার কিছু অংশ দিয়ে তিনি প্রতি মাসেই দোকানের সম্পদ বাড়ান। বর্তমানে তার সম্পদের পরিমাণ দাড়িয়েছে প্রায় ৫০,০০০ টাকা।

ঘ) কদলপুর ইউনিয়নঃ

চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার কদলপুর ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা জনাব আহমেদ কবিরকে নির্বাচিত করা হয়। ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রী ও ৭ ছেলে নিয়ে জনাব আহমদ কবিরের সংসার। কবিরের ৭ ছেলের মধ্যে ২ জন অবিবাহিত। বিবাহিত পাঁচ জনের সবাই দিনমজুর ও ক্ষুদ্র ব্যবসা করে। তারা নিজেদের পরিবার নিয়ে কোন মতে জীবন অতিবাহিত করে। সেজো ছেলে মোঃ নাছিরের পরিবারের সাথে আহমদ কবির, তার স্ত্রী ও দুই ছেলে নিয়ে একটি খানা। তার নিজস্ব কোনো সম্পত্তি নেই, তবে স্ত্রীর ৪ শতক বসত ভিটা, ১০ শতক কৃষি জমি ও ৪ শতক পুকুর রয়েছে।
রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করলেও বৃদ্ধ বয়সে দিনমজুর ছেলেদের নিয়ে ধার-দেনা করে কোন মতে জীবন অতিবাহিত করতেন। কদলপুর স্কুল এন্ড কলেজের পাশে তিনি একটি টি-স্টল চালাতেন। আইডিএফ থেকে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে নতুন করে ৩ জোড়া চেয়ার-টেবিল, একটি ক্যাশ টেবিল, ক্রোকারিজ সামগ্রী ও একটি চুলা ক্রয় করে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। এখন নতুন ভাবে ব্যবসা করায় তার পরিবার মোটামুটি ভাল অবস্থায় আছে। নিয়মিত মাসিক সঞ্চয়ও প্রদান করেন তিনি। তার দৈনিক বিক্রি হয় ১৫০০-২০০০ টাকা এবং দৈনিক লাভ ৪০০-৫০০ টাকা। মাসিক নীট আয় ১৩৫০০-১৪০০০ টাকা। বর্তমানে তার সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১,০০,০০০ টাকা।

ঙ) রাইখালী ইউনিয়নঃ

রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার রাইখালি ইউনিয়ন থেকে ডলুছড়ি গ্রামের চিংথোয়াই মারমাকে নির্বাচিত করা হয় সোনালি টি স্টলের জন্য। তিনি ডলুছড়ি এলাকার ১ নং ওর্য়াডের বাসিন্দা। স্ত্রী ও ৪ মেয়ে নিয়ে তার পরিবার। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। নিজস্ব বলতে ৪ শতক বসতভিটা ও ১০ শতক কৃষি জমি রয়েছে। তিনি প্রবীণদের যে কোনো কাজে সবসময় এগিয়ে আসেন। তিনি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। সারাজীবন চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করলেও বৃদ্ধ বয়সে তা কঠিন হয়ে পড়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আইডিএফ তাকে টি-স্টল এর জন্য ১৫,০০০ টাকা চিংথোয়াই মারমা ৩ জোড়া চেয়ার-টেবিল, একটি ক্যাশ টেবিল, ক্রোকারিজ সামগ্রী ও একটি চুলা ক্রয় করে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। তার দৈনন্দিন বিক্রি ১৫০০-২০০০ টাকা, লাভ ৫০০-৬০০ টাকা। বর্তমানে তার দোকানে সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৪০,০০০ টাকা।

চ) কধুরখীল ইউনিয়নঃ

চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার দক্ষিণ কধুরখীল ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা জনাব প্রবীর চৌধুরীকে নির্বাচন করা হয় সোনালী টি-স্টলের জন্য। তিনি কধুরখীল প্রবীণ কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য। তার বয়স ৬৫ বছর। তার পরিবারে স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। বড় মেয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে, ২য় মেয়ে ৩য় শ্রেণীতে ও ছেলে ১ম শ্রেণীতে বর্তমানে অধ্যয়নরত। তার ২ শতক বসত ভিটা, ২ শতক পুকুর ও ২ গন্ডা স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে। অনুদান পাওয়ার পূর্বে তার দোকানের সম্পদের মোট মূল্য ছিল ৪৫০০০ টাকা। বর্তমানে তার দৈনিক বিক্রয় হয় ১৫০০-২০০০ টাকার এবং দৈনিক লাভ হয় ৫০০-৬০০ টাকা। অনুদান প্রদানের পর তার সম্পদের মোট মূল্য ৬০০০০। প্রতি মাসে তার ৪০,০০০-৪৫,০০০ টাকার বেচাকেনা হয়।

ছ) হাটহাজারী ইউনিয়নঃ

চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ইউনিয়নের ২ নং পশ্চিম দেওয়ান নগরের বাসিন্দা মোঃ আবুল কাসেমকে টি স্টলের জন্য নির্বাচন করা হয়। তার বয়স ৬৪ বছর। পরিবারে স্ত্রী ও চার সন্তান রয়েছেন। চার সন্তানের মধ্যে দুই ছেলে ও দুই মেয়ে, সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। তার নিজস্ব কোনো সম্পত্তি নেই। সরকারিভাবে বরাদ্দ আশ্রয়ণ প্রকল্পে পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। দুই ছেলেই দিনমজুর, পরিবার চালাতে তাদের হিমশিম খেতে হয়। সারাজীবন দিন মজুরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করলেও বৃদ্ধ বয়সে এসে তার পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। এমতাবস্থায়, পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য সে ছোট পরিসরে একটি দোকান খুলে। পুঁজি না থাকায় দোকানটি সে ঠিকমত চালাতে পারছিল না। ঠিক সে সময় টি-ষ্টল দেয়ার জন্য তাকে ১৫০০০ টাকা প্রদান করা হয়। তিনি প্রতিদিন ৩০০০-৪০০০ টাকা বিক্রি করেন, বিক্রিকৃত পণ্য হতে তার দৈনিক লাভ হয় ৫০০-৬০০ টাকা এবং মাসে নীট লাভ হয় ১৫০০০-১৬০০০ টাকা। সে দোকানটিতে আরো কিছু পুঁজি দিয়ে মুদি দোকানে রূপান্তরের চেষ্টা করছে। পূর্বে তার ৫০,০০০ টাকার সম্পদ ছিল, বর্তমানে দোকানে ১৫০০০০ সম্পত্তি রয়েছে। এছাড়া সে প্রতি মাসে সঞ্চয়ও করছে।

সোনালী টি-স্টলের জন্য আইডিএফ-পিকেএসএফ থেকে অনুদানের ১৫০০০ টাকা পেয়ে সকলেই অত্যন্ত খুশি এবং নির্দিষ্ট কাজে তা বিনিয়োগ করে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের পরামর্শে লাভবান হতে পারায় তারা আইডিএফ-পিকেএসএ কে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানান।

৭.৬ "সামুদ্রিক শৈবাল চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি"

সামুদ্রিক শৈবাল চাষ প্রযুক্তি আমাদের দেশে জলজ চাষের ক্ষেত্রে একটি সাম্প্রতিক উদ্যোগ। শৈবাল চাষের প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বিস্তারের মাধ্যমে আমাদের উপকূলীয় অগভীর জলাশয় চাষের আওতায় আসবে এবং জলজ সম্পদের উৎপাদন বাড়বে। ফলে উপকূলীয় দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এমন চিন্তাভাবনা থেকেই আইডিএফ তার সমন্বিত কর্মসূচির আওতায় ২০১৮ সালে "সামুদ্রিক শৈবাল চাষ" কার্যক্রম শুরু করে। একবছর মেয়াদী উক্ত কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত হবার পর পিকেএসএফ এর 'উদ্ভাবনীমূলক কৃষিজ উদ্যোগ' এর আওতায় ২০১৯ সালে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। ২০২২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর এ প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্ত হয়। ৩ বছর মেয়াদী উক্ত কর্মসূচির আওতায় আইডিএফ এর ঋণ কর্মসূচির সদস্যসহ কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার মহিলাদের উক্ত শৈবাল চাষ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আইডিএফ শৈবাল চাষ কর্মসূচির উপকারভোগীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, জাল, রশিসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের পাশাপাশি উক্ত কর্মসূচি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া জাল, রশি যারা তৈরী করে থাকে তাদেরও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় সদস্য পর্যায়ে ১৫০ টি সীউইড প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে এবং ২০১৯-২০২২ সময়ে প্রকল্প এলাকাতে প্রদর্শনীপ্রাপ্ত সামুদ্রিক শৈবাল উৎপাদনের পরিমাণ ৮৩৭০৩ কেজি (ভেজা) ও ১৭২৭৯ কেজি (শুকনো)। আশা করা যায়, উপকূলীয় অঞ্চলে শৈবাল চাষের প্রযুক্তিসমূহ অনুসরণ করে বাংলাদেশ রপ্তানীতে একটি নতুন পণ্য যোগ করতে সক্ষম হবে। বিগত জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২ সময়ে এ প্রকল্পের পরিচালিত কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সংবাদ এখানে দেয়া হল।

ক) উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও মার্কেট লিংকেজ প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় আইডিএফ এর বাস্তবায়নে ১৯/১২/২০২২ ইং তারিখ "উদ্ভাবনীমূলক কৃষিজ উদ্যোগ" এর আওতায় "সামুদ্রিক শৈবাল চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় কক্সবাজার জেলা পরিষদের সভা কক্ষে সামুদ্রিক শৈবাল চাষীদের নিয়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও মার্কেট লিংকেজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর ম্যানেজার (কার্যক্রম) এ. এম. ফরহাদুজ্জামান, সহকারী ম্যানেজার মো. সুজন খান, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তারাপদ চৌহান এবং শৈবাল চাষীবৃন্দ।

খ) সীউইড চাষ: সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় নিয়ে সেমিনার

পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় আইডিএফ এর বাস্তবায়নে ১৮/১২/২০২২ইং তারিখ "উদ্ভাবনীমূলক কৃষিজ উদ্যোগ" এর আওতায় "সামুদ্রিক শৈবাল চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় কক্সবাজার জেলা পরিষদের সভা কক্ষে সামুদ্রিক শৈবাল চাষীদের নিয়ে সীউইড চাষ: সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর ম্যানেজার (কার্যক্রম) এ. এম. ফরহাদুজ্জামান, সহকারী ম্যানেজার মো. সুজন খান, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তারাপদ চৌহান, বিএফআরআই, বিওআরআই, বারি এর কর্মকর্তা এবং শৈবাল চাষীবৃন্দ। উক্ত সেমিনারে শৈবাল চাষীদের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

গ) কক্সবাজার শিল্প ও বাণিজ্য মেলায় সামুদ্রিক শৈবাল ও শৈবালজাত পণ্য বিপণন স্টল

পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় আইডিএফ এর বাস্তবায়নে ১৯/১২/২০২২ইং তারিখ "উদ্ভাবনীমূলক কৃষিজ উদ্যোগ" এর আওতায় "সামুদ্রিক শৈবাল চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় কক্সবাজার শিল্প ও বাণিজ্য মেলায় সামুদ্রিক শৈবাল ও শৈবালজাত পণ্য বিপণন স্টল স্থাপন করা হয়। উক্ত স্টলে শৈবালের তৈরি বিভিন্ন ধরনের পিঠা, কসমেটিকস ইত্যাদি প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়। উক্ত স্টল পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ, বিএফআরআই, ওয়ার্ল্ডফিশ এর বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থানীয় লোকজন।

ঘ) শৈবাল চাষীদের নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ

পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় আইডিএফ এর বাস্তবায়নে ৩০/১১/২০২২ তারিখ "উদ্ভাবনীমূলক কৃষিজ উদ্যোগ" এর আওতায় "সামুদ্রিক শৈবাল চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় কক্সবাজার শাখায় সামুদ্রিক শৈবাল চাষীদের নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ আয়োজন করা হয়। শৈবাল নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাহানারা গ্রীণ এগ্রো, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়।

৭.৭ সেমিনার ও পরিদর্শন

ক) BD Rural Wash for HCD প্রকল্পের উপজেলা সমন্বয় সভা

বিগত ০৫/১২/২০২২ তারিখ জনাব জহিরুল আলম, নির্বাহী পরিচালক, আইডিএফ, এর সভাপতিত্বে বাঁশখালী উপজেলায় BD Rural Wash for HCD Project এর প্রজেক্ট বাস্তবায়নে কর্মরত ০৭টি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আইডিএফ বাঁশখালী শাখায় উপজেলা সমন্বয় সভা (UCC সভা-২) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আয়োজন করেন ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ-CPO-1হিসেবে PKSF কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত)। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জসিমউদ্দীন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আব্দুল মতিন, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী BD Rural Wash for HCD Project। আরো উপস্থিত ছিলেন BD Rural Wash for HCD Project আইডিএফ (CPO-1) এর ফোকাল পারসন এবং পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ) জনাব মো: সেলিম উদ্দীন এবং আইডিএফ চট্টগ্রাম যোনের যোনাল ম্যানেজার জনাব মুহাম্মদ শাহ আলম।

সভার শুরুতে আইডিএফ এর ফোকাল পারসন মহোদয় প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেন। প্রধান অতিথি পিকেএসএফ এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জসিম উদ্দীন মহোদয় UCC সভায় সরাসরি অংশ নিয়ে উপস্থিত সবার সাথে মত বিনিময় করতে পেরে উচ্ছাস প্রকাশ করেন। তিনি বলেন এ প্রকল্পটি সরকার ঘোষিত এসডিজি ২০৩০ এর ১টি অন্যতম Goal। তিনি BD Rural Wash for HCD Project টি ভবিষ্যতে মূল কর্মসূচিতে রূপান্তরিত হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভার সভাপতি আইডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম মহোদয় উপস্থিত সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের সকলকে প্রকল্পটি সুন্দরভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শতভাগ সফল করার জন্য আহ্বান জানান এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে যে কোন রকম সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। সভার পূর্বে অতিথিবৃন্দ প্রকল্পের আওতাধীন সদস্যাদের নিকট হস্তান্তরকৃত বেশ ক'টি টয়লেট পরিদর্শন করেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন।

খ) Orbis International এর সাথে কনসালটেশন মিটিং

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) স্বপ্ন দেখে দুর্গম পাহাড়ি এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুস্থ, সুন্দর জীবন গড়তে সহায়তা প্রদানের। এরই ধারাবাহিকতায় ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) ১৯৯৫ সাল থেকে পাহাড়ি এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে কাজ করে আসছে। পাহাড়ি এলাকার বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতা দুর করে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এগিয়ে যাচ্ছে। আইডিএফ ও Orbis international বান্দরবান জেলায় যৌথভাবে আই হেলথ নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে গত ০৪/১২/২০২২ ইং তারিখে Orbis inetrnational এর পরিচালনায় দিনব্যাপী কনসালটেশন মিটিং বান্দরবানের হোটেল ডি মোর কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কনসালটেশন মিটিংয়ে Orbis international বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ডাঃ মুনির আহমদ এর পরিচালনায় দিনব্যাপী কনসালটেশন মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিংয়ে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এর coordinator জনাব মহিউদ্দিন কায়সার, স্বাস্থ্য বিভাগের coordinator ডাঃ মুক্তা খানম, বান্দরবান যোনের যোনাল ম্যানেজার, বান্দরবান এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার, সাতকানিয়া এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার, সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী, শাখা ব্যবস্থাপক, প্যারামেডিকসহ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কর্মকর্তাগণ মিটিং এ অংশগ্রহণ করেন।

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এর স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য পরিদর্শক, কেন্দ্রের হেলথ এজেন্ট, প্যারামেডিক, ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা সেবা পদ্ধতি অর্থাৎ কি ভাবে কাজ করা হয় এবং কি কি সেবা প্রদান করা হয় সে বিষয়ের উপর গ্রুপওয়ার্ক করা হয়। বান্দরবানে কাজ করতে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এর সক্ষমতা, সুযোগ, সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা এ বিষয়সমূহের উপর গ্রুপভিত্তিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।

গ) সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীণবরণ অনুষ্ঠানে আইডিএফ

বিগত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের ঢাকায় অবস্থিত বনানী ক্যাম্পাসের সেমিনার কক্ষে অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দুটিপর্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানের প্রথম ভাগে ছিল আলোচনা সভা, বিশ্ববিদ্যালয় এর নীতি-নির্দেশনা, আমন্ত্রিত অতিথি এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পরিচিতি পর্ব এবং দ্বিতীয় ভাগে ছিল মনোমুগ্ধোকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থীদেরকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক চিত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন এবং অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। তিনি তার বক্তব্যে নবীন শিক্ষার্থীদের সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত জানান। তিনি বলেন শিক্ষার্থীরাই জাতির ভবিষ্যত। তিনি শিক্ষার্থীদের অর্থনীতি বিষয়ে বিভিন্ন ধারনা প্রদানের পাশাপাশি নিজের অভিজ্ঞতাও তাদের সাথে শেয়ার করেন। শিক্ষার্থীদের মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন সত্যিকারের মানুষ হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার পাশাপাশি কেবল চাকরিনির্ভর না হয়ে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে তৈরী করার পরামর্শ প্রদান করেন তিনি। এসময় তিনি ক্ষুদ্রঋণ এবং সোশ্যাল বিজনেস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করেন। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. এএনএম মিসকাত উদ্দিন, উপদেষ্টা, সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং সভিপতির দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক ড. এএফএম মফিজুল ইসলাম, উপাচার্য, সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়।

ঘ) নেপালি টীমের আইডিএফ কার্যক্রম পরিদর্শন

বিগত জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২ সময়ে নেপালের ৩টি ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে ৪টি ব্যাচে ৪৬ জন প্রতিনিধি বাংলাদেশে আসেন এবং আইডিএফসহ বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সংস্থাসমূহ হলঃ ১. Centre for Selp-help Development (CSD), ২. Suryodaya womi Laghubitta Bittiya Sanstha ও ৩. Rural Microfinance Development Centre (RMDC)। প্রত্যেকটি ব্যাচের প্রতিনিধিদের ঢাকাস্থ আইডিএফ অফিসে অভ্যর্থনা জানানো হয়। বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের উপর, বিশেষ করে আইডিএফ এর সকল কার্যক্রমের বিষয়ে তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রত্যেকটি ব্যাচের অংশগ্রহণকারীদের পরে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চল পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়। বাংলাদেশে অবস্থানকালীন তাঁরা আইডিএফ, গ্রামীণ ব্যাংক ও অন্যান্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণ কার্যক্রম সরেজমিনে অবলোকন করেন। উল্লেখিত সকল টীমের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব হারুন-অর-রশিদ ও রাহাত চৌধুরী।

ঙ) এসইপি প্রকল্প পরিদর্শন

বিগত ২৭ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ PKSF এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ফজলুল কাদের মহোদয় এবং আইডিএফ এর মাননীয় উপ-নির্বাহী পরিচালক মহোদয় কর্ণফুলী উপজেলার আইডিএফ কর্ণফুলী এরিয়ায় চলমান এসইপি প্রকল্পের বিভিন্ন সাইট পরিদর্শন করেন।

দিনব্যাপী কর্মসূচীতে প্রজেক্টের আওতায় নির্মানাধীন ভার্মী কম্পোষ্ট প্ল্যান্ট, এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি কাউ কমেফোর্ট শেড, মাননীয় নির্বাহী পরিচালকের স্বপ্নের চিলিং প্ল্যান্ট পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি প্রকল্পের অফিসে গিয়ে প্রকল্পের সুবিধাভোগী ১৫ জন সদস্যর সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। প্রকল্পটি সুন্দরভাবে শতভাগ সফল করার জন্য আহ্বান জানান। এজন্য তিনি যেকোন রকম সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। সাইট পরিদর্শন শেষে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ফজলুল কাদের সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রকল্পটির অগ্রগতি ও অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য নানারকম পরামর্শ দেন। আরো উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ চট্টগ্রাম যোনের যোনাল ম্যানেজার জনাব মুহাম্মদ শাহ আলম, এরিয়া ম্যানেজার মোঃ তৌহিদুল হক এবং এসইপি প্রকল্পের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ।

৭.৮ অন্যান্য সংবাদ

ক) আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালন

৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস। সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই দিবসটি পালন করা হয়। গত বছরের ন্যায় এ বছরও আইডিএফ পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে 'দুর্নীতি দমন কমিশন' এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস' পালন করে। 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস' ২০২২ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য পিকে-এসএফ কর্তৃক আইডিএফ এর কর্ম এলাকার মধ্যে ২ টি জেলা (বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি) ও ১৭টি উপজেলা (নাইক্ষ্যংছড়ি, রোয়াংছড়ি, রুমা, বান্দরবান সদর, থানচি, লোহাগাড়া, গুইমারা, লক্ষ্মীছড়ি, মানিকছড়ি, পানছড়ি, রামগড়, বাঘাইছড়ি, বরকল, বিলাইছড়ি, কাপ্তাই, লংগদু, নানিয়ারচর) নির্বাচন করা হয়। 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), সচেতন নাগরিক কমিটি'র উদ্যোগে 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস' ২০২২ উপলক্ষ্যে মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখিত জেলাদ্বয় ও উপজেলাসমূহে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও আলোচনা সভায় আইডিএফ এর কর্মকর্তাগণ অংশ নেন এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ আয়োজনে অংশগ্রহণ করতে পেরে আইডিএফ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

খ) আইডিএফ জুরাছড়ি শাখায় প্রকল্প ঝুকিবীমা বিতরণ

বিগত ৯ই অক্টোবর ২০২২ বিকাল আনুমানিক ৩.৪৫ ঘটিকায় রাঙ্গামাটির জুরাছড়ি উপজেলার সদর বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটে। এসময় বাজারের দোকানপাট, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, হোটেল এবং বাজারসংলগ্ন বাসাবাড়িতে আগুন লেগে স্থানীয় লোকজন মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হন। অগ্নিকান্ডের তীব্রতা অত্যধিক হওয়ায় এবং এলাকায় ফায়ার সার্ভিস না থাকার কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশি হয়। পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর সহায়তায় এবং সন্ধ্যার দিকে রাঙ্গামাটি থেকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। ততক্ষণে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তদুপরি উক্ত দিনে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রবারণা উৎসব থাকায় লোকজন বাড়িতে ছিলেন না। ফলে কিছুই বাঁচাতে পারেন নি তারা। আগুনে ২৯টি দোকান, ১১টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আর ১৪টি বসতবাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। আনুমানিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ৪ কোটি টাকা। আইডিএফ এর বেশ কিছু সদস্যা উক্ত অগ্নিকান্ডে সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলে গিয়ে আইডিএফ জুরাছড়ি শাখার শাখা ব্যবস্থাপক ক্ষতিগ্রস্থদের খোজ খবর নেন এবং সংস্থার তরফ থেকে সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

১৯৯৭ সালে আইডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রামের দরিদ্র সদস্যদের জন্য আপদকালীন তহবিলের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বীমা চালু করে। এছাড়াও পরবর্তীতে সদস্যদের প্রকল্পের অপ্রত্যাশিত ক্ষতি পুষিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ঝুঁকি বীমা চালু করা হয়। বর্তমানে আইডিএফ আপদকালীন তহবিলের আওতায় চিকিৎসা ও মৃত্যু, ঝুঁকি বীমার আওতায় প্রকল্পের ক্ষতির কভারেজ এবং পশু মৃত্যুর জন্য বিশেষ পশুবীমা সেবা প্রদান করে থাকে গ্রাহকদের। বরাবরের মত এবারও আইডিএফ তার সদস্যদের প্রকল্পের ক্ষতি পুষিয়ে নতুন করে সামনে এগোনোর জন্য মানবতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তারই ধারাবাহিকতায় বিগত ২১শে ডিসেম্বর/২০২২ইং রোজ বুধবার আইডিএফ জুরাছড়ি শাখার উদ্যোগে জুরাছড়ি বাজারের ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ ৯ জন সদস্যর মাঝে ১,৩৩,০০০/-(এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার) নগদ টাকা প্রকল্প ঝুকিবীমা বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার জনাব মহসিন মাসুদ, আরো উপস্থিত ছিলেন ১নং জুরাছড়ি ইউনিয়নের সম্মানিত ইউপি সদস্য জনাব উত্তম কুমার চাকমা মহোদয়। উপস্থিত ছিলেন জুরাছড়ি শাখার শাখা ব্যবস্থাপক জনাব ললিত চাকমা। এছাড়া সদস্যাদের অনেক অভিভাবকও উপস্থিত ছিলেন। মোট ৬টি কেন্দ্রে এই অনুদান প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ মনে করেন আইডিএফ এর এই আর্থিক সহায়তা ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে কিছুটা হলেও সহায়তা করবে।

গ) কম্বল বিতরণ

দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে উত্তরাঞ্চলে তুলনামূলক শীতের তীব্রতা বেশি থাকে। তদুপরি এ বছর ঠান্ডার তীব্রতা বেশি হওয়ায় কনকনে শীতে উত্তরের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে দরিদ্র মানুষ, যাদের শীতের কাপড় কেনার সামর্থ্য নেই, তাদের অবস্থা নাজুক হয়ে পড়ে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে আইডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনায় এবং রাজশাহী অঞ্চলের যোনাল ম্যানেজার মহোদয়ের পরিচালনায় রাজশাহী অঞ্চলে ৩২টি শাখার মাধ্যমে ১২৮০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। গত ১৬ই জানুয়ারি গুরুদাসপুর শাখায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শ্রাবণী রায় উপস্থিত থেকে কম্বল বিতরণ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা কর্মকর্তা জনাব মোঃ শফীকুল ইসলাম।

৮. শোকবার্তা

আমরা গভীরভাবে শোকাহত

শোক প্রকাশ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে আইডিএফ এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সাধারণ পরিষদ সদস্য জনাব মাহফুজুর রহমান ২০২২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আইডিএফ গঠন এবং একে গড়ে তোলার পেছনে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও শ্রমকে আমরা গভীরভাবে স্মরণ করি। আইডিএফ পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকল সদস্যর প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাই। নিচে তাঁর কর্ম এবং জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

আইডিএফ এর একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব মাহফুজুর রহমান বিগত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ ইং তারিখ বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। জনাব মাহফুজুর রহমান ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে নরসিংদি জেলার বেলাব থানার দরিকান্দি গ্রামের মোল্লা বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মৌলভি মোহাম্মদ জিন্নাত আলি (M.A M. ED) এবং মাতার নাম মরহুম নুর মহল বেগম। মৃত্যুকালে তিনি ২ মেয়ে ও ১ ছেলে রেখে যান। বড় মেয়ে ফারজানা রহমান (এমবিএ) বর্তমানে আইডিএফ গভর্ণিং বডির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ছোট মেয়ে ফারহানা রহমান (COMPUTER ENGINEER & MBA) বর্তমানে TOWN VIEW ABASIK PROJECT এ কর্মরত আছেন। একমাত্র ছেলে মাকসুদুর রহমান COMPUTER ENGINEER হিসেবে অ্যাপেল (U.S.A) এ কর্মরত আছেন।

শিক্ষাজীবন:

শৈশবে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় নরসিংদীর দরিকান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। বাবার চাকরির সুবাদে তাঁদের মুন্সিগঞ্জে চলে যেতে হয় ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে। মুন্সিগঞ্জে তিনি কে কে হাই স্কুলে ভর্তি হন এবং এই স্কুলে পড়াকালীন সময়েই ৮ম শ্রেণীতে শিক্ষাবৃত্তি লাভ করেন। এরপর ঢাকার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং এই স্কুল থেকে তিনি এস এস সি পাস করেন। এরপর ঢাকার Govt. intermediate technical college হতে এইচ এস সি পাস করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সয়েল সায়েন্স এ M.S.C করেন।

কর্মজীবন:

তাঁর কর্ম জীবন শুরু হয় ১৯৭৩ সালে ঢাকায় জনতা ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে। এরপর ১৯৭৬ সালে পোস্টিং হয় কুমিল্লায়। ১৯৭৯ সালে পুনরায় ঢাকায় পোস্টিং হয়। এরপর বহুদিন ঢাকার মতিঝিলে জনতা ব্যাংক এর হেড অফিস এ কর্মরত ছিলেন। ২০০১ সালে সিলেট এর তাজপুর ব্রাঞ্চ এ পোস্টিং পান। ২০০২ সালে আবার ঢাকার হেড অফিস এ পোস্টিং পান। ২০০৪ সালে A.G.M হিসেবে পোস্টিং হয় কিশোরগঞ্জ ব্রাঞ্চ এ। ২০০৫ সালে আসেন ঢাকার ফার্মগেট ব্রাঞ্চ এ। ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আরমানিটোলা ব্রাঞ্চ হতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরী জীবনে ব্যাংক এর পাশাপাশি তিনি IDF এর সাথে সংযুক্ত ছিলেন ।

আইডিএফ এর সাথে সম্পৃক্ততা:

১৯৭৬ এর প্রথমদিকে বাংলাদেশ সরকারের ক্ষুদ্রচাষী ও ভূমিহীন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জনাব মাহফুজুর রহমান এর সাথে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা জনাব জহিরুল আলম এর পরিচয় হয়। জনাব মাহফুজ জনতা ব্যাংকের পক্ষ থেকে এবং জনাব জহিরুল আলম প্রকল্পের এ্যাকশন রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ শুরু করেন। ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের স্বল্প পুঁজির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব কিনা সেটা দেখাই এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো। জনাব এ কে ফজলুল বারি, সাবেক পরিচালক, বার্ড ও সাবেক চেয়ারম্যান, আইডিএফ এর নেতৃত্বে জনাব মাহফুজ ও জনাব জহিরুল আলম উক্ত গবেষণা প্রকল্পে কাজ করতেন। জনাব জহিরুল আলম ১৯৮৪ সনের প্রথমদিকে জাতিসংঘের চাকুরি নিয়ে আফ্রিকায় চলে যান। তিনি ১৯৯২ সালে দেশে ফিরে দেশের গরীব মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য তার ঘনিষ্ঠজনদের নিয়ে আইডিএফ প্রতিষ্ঠা করেন। জনাব মাহফুজুর রহমান তার মধ্যে অন্যতম। তিনি ট্রেজারার হিসাবে আইডিএফ এ অনেক বছর দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যক্তি জীবন:

সহজ-সরল, নম্র-ভদ্র, ধর্মপরায়ণ একজন ভাল মানুষ হিসাবেই তিনি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন। বই পড়া ওনার নেশা ছিল। অতি সারল্যের কারণে কর্ম জীবনে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাঁকে। তাতেও কোন আক্ষেপ প্রকাশ করতেন না। অসীম ধৈর্যশীল মানুষ ছিলেন তিনি। ১৯৭৬ সালের ৭ ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মেহেরুন নেছা মিলিকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। যিনি পরবর্তীতে স্কুল শিক্ষিকা হিসেবে ৩০ বছর চাকরীরত ছিলেন। দীর্ঘ এই চাকুরী জীবনে মিরপুর তালতলায় "আগারগাও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়" নামক একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

জনাব মাহফুজুর রহমান এর মৃত্যুতে আইডিএফ পরিবার গভীর শোক প্রকাশ করছে। সংস্থার প্রতি তাঁর অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণের পাশাপাশি তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে আইডিএফ এর সাথে সম্পৃক্ততা আমাদের সংস্থাকে সমৃদ্ধ করেছে।

৯. এক নজরে আইডিএফ এর কতিপয় কর্মসূচির এগ্রগতি জুলাই - ডিসেম্বর, ২০২২

ক. ঋণ বিতরণ

১. ঋণ কর্মসূচি

ঋণের ধরণ	জুলাই - ডিসেম্বর, ২০২২	
	টাকা (কোটি)	%
বুনিয়াদ/অতিদরিদ্র	০.৮৪	০.২৬
জাগরণ/RMC/UMC	১১৫.২৮	৩৫.৪৬
অগ্রসর/মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ	১৪৬.৯৮	৪৫.২১
সুফলন/মৌসুমী ঋণ	৩৭.৪০	১১.৫০
অন্যান্য	২৪.৬০	৭.৫৭
মোট	৩২৫.১১	১০০

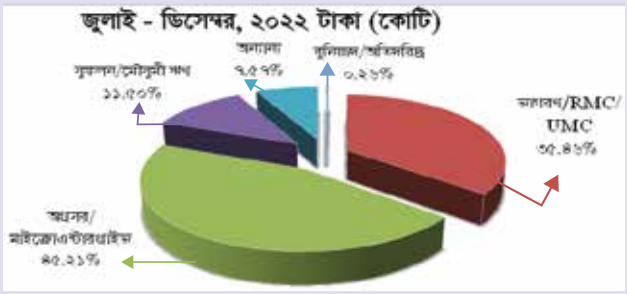

ঋণের ধরণ	ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত	
	টাকা (কোটি)	%
বুনিয়াদ/অতিদরিদ্র	১৭.৩১	০.৪৩
জাগরণ/RMC/UMC	২১৪২.২২	৫৩.৫৪
অগ্রসর/মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ	১৩১৪.৫৬	৩২.৮৬
সুফলন/মৌসুমী ঋণ	৪০০.৪২	১০.০১
অন্যান্য	১২৬.৫৫	৩.১৬
মোট	৪০০১.০৫	১০০

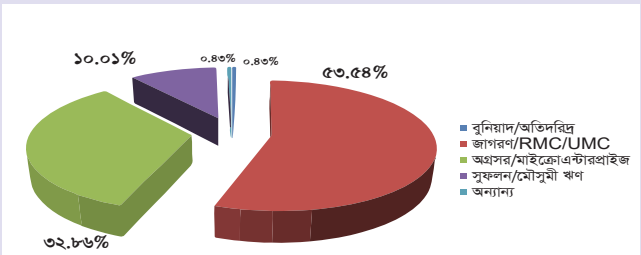

খ. সদস্য সংখ্যা

বিবরণ	সংখ্যা (জুলাই - ডিসেম্বর,২০২২)	সংখ্যা (জুন ২০২২ পর্যন্ত)
ভর্তি	২৫০৯৯	৬৩৭৯৩০
গ্রুপ ত্যাগ	১৯৭৪২	৫০৭১৫১

বিবরণ	সংখ্যা
সদস্য সংখ্যা জুন ২০২২ পর্যন্ত	১,২৫,৪২২
ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত	১৩০৭৭৯

২. সদস্য সুরক্ষা কর্মসূচি

সুরক্ষাসমূহ	জানুয়ারি - জুন, ২০২২			জুন ২০২২ পর্যন্ত		
	সুবিধাপ্রাপ্ত/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	%	সুবিধাপ্রাপ্ত/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	%
মৃত্যুজনিত (সদস্য/অভিভাবক)	১৮৬	৫,৯৯৫,৭৮১	৮৫.৭১	১১,৭৮৮	১২২,৫৭৯,৫৫১	৫৮.০৮
চিকিৎসাসেবা	১৯৩১	৭২৯,১২৯	১০.৪২	১৩১,৪২৫	৮২,৪২৩,০২১	৩৯.০৫
প্রকল্পঝুঁকি	১৬	২৭০,৫৬১	৩.৮৭	৭২৮	৬,০৫৫,৯৭৩	২.৮৭
মোট	২১৩৩	৬,৯৯৫,৪৭১	১০০	১৪৩,৯৪১	২১১,০৫৮,৫৪৫	১০০

৩. স্বাস্থ্য কর্মসূচি

বিবরণ	জুলাই - ডিসেম্বর, ২০২২		ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত	
	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
স্ট্যাটিক ক্লিনিক	১১৮ টি	৭৭২৫ জন	১১৮ টি	৫৭৩৯২ জন
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	৬৪২৭ টি	৪২০৪২ জন	৯৩৫২৪ টি	৮৬১৩১৫ জন
কাউন্সেলিং সেশন	৪৬১৩ টি	৫৪১৯৭ জন	৬৭০৮৭ টি	৭৫১৩১৬ জন
বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ	৪০২২ জন	৩,৯৬,০৩১ টাকা	৫৩৬৮৯ জন	১,২৬,৮৫,৬৭২ টাকা
টেলিমেডিসিন	৬৭৪ দিন	৬০৫৫ জন	৩০৫৩ দিন	৪০৪৬০ জন
ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প	৬৭ টি	৪৬৩৩ জন	১৮০ টি	৮৭৪৩ জন
গাইনী + মেডিসিন ক্যাম্প	৩৪ টি	৩১৮০ জন	১২১ টি	৩২,৩৪৪ জন
চক্ষু ক্যাম্প	১ টি	২০৭ জন	২৫ টি	১২,৫৬১ জন
মিনি স্বাস্থ্য ক্যাম্প	২০ টি	৮০১ জন	২৮ টি	১৭৭১ জন
ফিজিওথেরাপী সেবা (হিমোফিলিয়া)	৪২ জন রোগী	৫৭৭ সেশন	৯৪ জন রোগী	১০৬৯ সেশন

বাড়ি : ২০, এভিনিউ : ০২, ব্লক : ডি, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ । ফোন : + ৮৮০২-৫৫০৭৫৩৮০ । ওয়েভ : www.idfbd.org